আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

বিসমিল্লাহীর রাহমানীর রাহীম

নির্বাচিত হাদিস ১-৩১ একত্রে (১৫০টি+ হাদিস)

মুহাম্মাদ সাজিদ খান

নির্বাচিত হাদিস -০১

আনাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে । ১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; ২. কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালবাসবে এবং ৩. কুফরী থেকে তাকে আল্লাহ বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে । বুখারী ১৬, মুসলিম ৪৩, তিরমিযী ২৬২৪, নাসায়ী ৪৯৮৭, ইবনু মাজাহ ৪০৩৩, আহমাদ ১১৫৯১

আনাস ইবনে মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি । তোমরা ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না যতদিন এই দুইটি জিনিস আঁকড়ে ধরে রাখবে- আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও রসূলের সুন্নাহ (হাদিস) । মুয়াত্তা ১৫৯৪, মিশকাত ১৮৬, মুসতাদরাক হাকিম, সহীহুত তারগীব, সহীহুল জামে সহীহ

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (পুরুষ ও নারীর) উপর ফরজ ...... । ইবনে মাজাহ ২২৪, মিশকাত ২১৮, সহীহুল জামে ৩৯১৩, বায়হাকী ১৫৪৪

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যার কল্যাণ সাধন করতে চান, তাকে দ্বীনের (ইসলামী সহীহ) গভীর জ্ঞান দান করেন । ইবনে মাজাহ ২২০, সহীহাহ ১১৯৪, ১১৯৫ সহীহ

*** নিম্নোক্ত লিখা গুলো অতি মনোযোগ দিয়ে পুরো পড়ুন-

প্রতিদিন নির্বাচিত ৩-৪টি সহীহ/হাসান হাদিস (শুধু মূল বক্তব্য) হুবহু বুঝে মুখস্ত করলে ইনশা আল্লাহ প্রতি মাসে ১০০টি+ ও বার মাসে ১২০০+ হাদিস শিখা হবে । প্রতিদিন ৩/৪ টি করে হাদিস বুঝে হুবহু মুখস্ত করতে সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট সময় লাগবে অথচ একদিন = ১৪৪০ মিনিট চিন্তা করেন !!! আমরা দৈনন্দিন জীবনে কত জরুরি ও অর্থহীন কাজ করি; তার মধ্য হতে ১৫ মিনিটও সময় নেই ??? এই সামান্য সময় না দেয়া ফারজ ও অন্যান্য জরুরি বিষয় না জানা ও কাবীরাহ গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে

পারে । একথা অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন, আমি জানি না বলে কেউ নাযাত পাবে না বরং জানলে না কেন বলে শাস্তির সম্মুক্ষিণ হতে হবে । অবশেষে বলব, আপনার দৈনন্দিন জীবনে এটা বাধ্যতামূলক করে নিন যে, কুরআন ও সহীহ হাদিস শিখতে প্রতিদিন অন্তত ২৫-৩০ মিনিট সময় দিবেন । আল্লাহ তাআলার শপথ, এই ২৫-৩০ মিনিট সময় না দেয়া, ইসলামী প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকা ও মেনে না চলা আখিরাতে প্রতিটি ধাপে মারাত্মক শাস্তি এমনকি জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হতে পারে কেননা ইসলামী সহীহ জ্ঞানের অভাবে আজ অধিকাংশ মুসলিমরা অবিরত গুনাহ করছে বা গুনাহের ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে বা করছে। একথার প্রমাণ ইনশা আল্লাহ অতি শীঘ্রই আমার কোন একটি লিখনীতে তুলে ধরব ।

নির্বাচিত হাদিস -০২

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে । বুখারী ৬১৩৮, মুসলিম ১৪৬৮, তিরমিযী ১১৮৮, আহমাদ ৭৫৭১
অপর রেওয়ায়েতে যোগ হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় । বুখারী ৬০১৮, মুসলিম ১৪৬৮
আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। তোমরা মুমিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত না তোমরা পরস্পরে ভালবাসা রাখবে । আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ বলে দেব না, যখন তোমরা তা করবে, তখন তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার করতে থাক । মুসলিম ৫৪, তিরমিযী ২৬৮৮, আবু দাউদ ৫১৯৩, ইবনু মাজাহ ৬৮, আহমাদ ৮৮৪১ সহীহ
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, .. যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের সাথে এমন ব্যবহার করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে .. । মুসলিম ১৮৪৪, নাসায়ী ৪১৯১, আবু দাউদ ৪২৪৮, নাসায়ী ৪১৯১, ইবনু মাজাহ ৩৯৫৬, সহীহাহ ২৪১

আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের (বা প্রতিবেশীর) জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে । বুখারী ১৩, মুসলিম ৪৫, তিরমিযী ২৫১৫, নাসায়ী ৫০১৬-১৭, ইবনু মাজাহ ৬৬, আহমাদ ১১৫৯১, দারিমী ২৭৪০, সহীহাহ ৭৩

*** উপরোক্ত সহীহ হাদিস গুলোর উপর শতভাগ আমাল ইনশা আল্লাহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি একটি রাষ্ট্রকে বদলে দিতে পারে । আপনাদের প্রতি অনুরোধ, প্রতিদিন যে আয়াত ও হাদিস গুলো দিব রুটিন করে সময় বের করে প্রতিদিনের আয়াত ও হাদিস গুলো প্রতিদিন হুবহু বুঝে মুখস্থ করে নিবেন । বাকী রাখলে অলসতার কারণে অনেক গুলো হয়ে যাবে ও পরবর্তীতে পড়তে উৎসাহ পাবেন না । যাদের আয়াত ও হাদিস গুলো জানা আছে তাদের পুনরায় রিবিশন হল আর যাদের কাছে উপস্থাপিত আয়াত ও হাদিস গুলো নতুন আপনারা রেফারেন্স সহ আয়াত গুলো বুঝে হুবহু মুখস্ত করবেন ও হাদিস গুলোর শুধু মূল বক্তব্য হুবহু মুখস্ত করবেন । সাবধান, সাহাবার নাম, হাদিস গ্রন্থ গুলোর নাম ও নাম্বার সহ মুখস্ত করতে গিয়ে জ্ঞান অর্জনকে কঠিন করবেন না । কেউ যদি আপনার বলা হাদিসের রেফারেন্স দেখতে চায় তখন এই রেফারেন্স গুলো দেখাবেন আর আপনি সাহাবার নাম ও হাদিস গ্রন্থসহ নাম্বার মুখস্ত করে জ্ঞানকে কঠিন বা পান্ডিত্ব জাহির করার প্রয়োজন নেই । আমি যত হাদিস দিয়েছি ও ইনশা আল্লাহ দিব রেফারেন্স সহ সহীহ/হাসান হাদিস দেয়ার শতভাগ চেষ্টা করব । যয়ীফ ও জাল তথা মিথ্যা হাদিস দিব এটা তো কল্পনাও করতে পারি না । অবশেষে বলব, মুখস্ত করলেই হবে না বরং মনে রাখা, মেনে চলা ও অন্তত অনূকল পরিবেশে প্রচারের শতভাগ চেষ্টা আমরণ চালিয়ে যান যা আপনার জন্য সাদকায়ে জারিয়াহ হয়ে থাকবে ।

নির্বাচিত হাদিস -০৩

আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমুআ থেকে পরবর্তী জুমুআ এবং এক রামাদ্বান থেকে পরবর্তী রামাদ্বান এগুলো এর মধ্যকার (সংঘটিত সাগীরা) গোনাহ মুছে ফেলে; যদি কবীরাহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় তাহলে (নতুবা নয়) । মুসলিম ২৩৩, তিরমিযী ২১৪, ইবনু মাজাহ ১০৮৬, আহমাদ ৭০৮৯, সহীহুত তারগীব ৬৮৪, তালীকুর রাগীব ১/১৩৭

প্রায় সমার্থক আরেকটি হাদিস- উসমান ইবনে আফফান ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফারজ সালাতের জন্য উযু করবে এবং

উত্তমরূপে উযু সম্পাদন করবে । (অতঃপর) তাতে উত্তমরূপে ভক্তি-বিনয়-নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং উত্তমরূপে রুকু, সিজদা সম্পাদন করবে । তাহলে তার এই সালাত পূর্বে সংঘটিত পাপ-রাশির জন্য কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যাবে; যতক্ষণ না কাবীরাহ গুনাহে (বড় পাপে) লিপ্ত হবে আর এ (রহমতে ইলাহির ধারা) সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য । মুসলিম ২২৮, নাসায়ী ১৪৬-৪৭, ৮৫৬, আহমাদ ৪৮৫, ৫০৫, ৫১৮

*** অর্থাৎ কেউ যদি সঠিক নিয়মে উযু করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআ সালাত আদায় করে এবং রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করে তবে তার মধ্যবর্তী সব সগীরাহ (ছোট) গুনাহ মাফ হয়ে যায় তবে একটিও কাবীরাহ গুনাহ মাফ হবে না বরং সঠিক নিয়মে তাওবাহ করলেই আল্লাহ তাআলা কাবীরাহ (বড়) গুনাহ ক্ষমা করবেন ।

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে । জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে । মুসলিম ২০২১, আহমাদ ১৬০৫৮, ১৬০৫৪, দারেমী ২০৩২

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার সকল উম্মত ক্ষমা পাবে, তবে পাপ-প্রকাশকারী ব্যতীত । আর এক প্রকার প্রকাশ এই যে, কোনো ব্যক্তি রাতে কোনো পাপকাজ করে, যা আল্লাহ গোপন রাখেন । কিন্তু সকাল হলে সে বলে বেড়ায়, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি । অথচ সে এমন অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করেছিল যে, আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রেখেছিলেন । কিন্তু সে সকালে উঠে তার উপর আল্লাহর আবৃত পর্দা খুলে ফেলে! বুখারী ৬০৬৯, মুসলিম ২৯৯০

*** ইনশা আল্লাহ উপরোক্ত সবাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেবকে ক্ষমা লাভ করবে যদি তারা উল্লেখিত পাপ থেকে সঠিক নিয়মে তাওবাহ করে নেয় ।

নির্বাচিত হাদিস -০৪

জাবির ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য হল, সালাত ত্যাগ করা । মুসলিম ৮২, তিরমিযী ২৬১৮-২০, আবু দাউদ ৪৬৭৮, ইবনু মাজাহ ১০৭৮, আহমাদ ১৪৫৬১, দারিমী ১২৩৩

বুরাইদাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের ও তাদের (কাফের/মুনাফিকদের) মধ্যে (মুক্তির) যে ওয়াদা আছে তা হচ্ছে সালাত ।

অতএব যে সালাত ত্যাগ করবে, সে নিশ্চয় কুফরী কাজ করল। তিরমিযী ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ ১০৭৯, আহমাদ ২২৪২৮ সহীহ

সর্বজন মান্য তাবেঈ শাক্বীক ইবনে আব্দুল্লাহ রাহিঃ বলেন, রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর সহচরবৃন্দ (সাহাবাগণ) সালাত ব্যতিত অন্য কোনো আমল ত্যাগ করাকে কুফরীমূলক কাজ বলে মনে করতেন না। তিরমিযী ২৬২২, সহীহুত তারগীব ১/২২৭-৫৬৪ সহীহ

আবু হুরাইরাহ রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার (হক্কুল্লাহর মধ্যে) যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার সালাত। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (সালাত) পণ্ড ও খারাপ (বা ভুল যুক্ত) হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফারয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফারযের ঘাটতি পূরণ করে দেয়া হবে? অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। আবু দাউদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩, ইবনু মাজাহ ১৪২৫-২৬, আহমাদ ৭৮৪২, দারিমী ১৩৫৫

*** উপরোক্ত হাদিস গুলোর আলোকে বলা যায়, একজন মুসলিম বা মুমিনের জীবনে সালাত একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয় যা সময় মত ও সঠিক নিয়মে আদায় করতেই হবে। আরেকটি অতি জরুরি কথা, উল্লেখিত শেষ হাদিসে যে নফল ইবাদাতের কথা এসেছে একথার অর্থ কিন্তু এটি নয় যে, কেউ এক জীবন বা কম বা বেশি ফারজ সালাত ত্যাগ করে পরে নফল ইবাদাত করলে হয়ে যাবে বরং ফারজ সালাত সঠিকভাবে সময় মত আদায়ের শতভাগ চেষ্টা করতেই হবে। আর ভুলে গেলে বা ঘুমে থাকলে যখনই মনে হবে বা জেগে উঠবেন তখনই আদায় করতে হবে। যাদের জীবনে ফারজ সালাতের ঘাটতি আছে তাদের উচিত বেশি করে সহীহ নফল ইবাদাত কুরআন ও সহীহ হাদিস নির্দেশিত তরীকায় বা নিয়মে করা। আর ইচ্ছা করে বা গাফিল তথা উদাসীন থেকে সালাত ত্যাগ করে যদি কার এই মনোভাব থাকে যে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল তাওবা করলে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন বা কোন এক সময় বা ভবিষ্যতে বেশি করে নফল ইবাদাত করে নেব তাহলে এটা ঐ ব্যক্তির জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল গুলোর অন্যতম হবে যার পরিণাম বিশেষত আখিরাত জীবনে অত্যন্ত ভয়াবহ তাছাড়া এই ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মনোভাব মহামহিম আল্লাহ তাআলার সাথে চালাকি বা প্রতারণামূলক মনোভাবের পরিচয় এমনকি তামাসার -ই নামান্তর (নাউযুবিল্লাহ)। উপরোক্ত কথার প্রমাণস্বরূপ দেখুন কাদের তাওবার কবুল হয়- সূরা নিসা (০৪) : ১৭, ১৮; সূরা ত্বাহা (২০) : ৮২;

নির্বাচিত হাদিস -০৫

সাঈদ ইবনু যায়দ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার উযু হয়নি তার সালাত হয়নি এবং যে ব্যক্তি উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলেনি তার উযু হয়নি । তিরমিযী ২৫, ইবনে মাজাহ ৩৯৭, ৩৯৮, এছাড়াও আহমাদ ১১৩৮৮, দারিমী ৬৯১, মিশকাত ৪০৪, ইরওয়াহ ৮১ সহীহ

*** উপরোক্ত হাদিসের আলোকে, কেউ কেউ অযুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব বলেছেন আর অনেকে বলেছেন এটা গুরুত্বারোপ অর্থে বলা হয়েছে বরং এটি অতি জরুরি সুন্নাত । আর একথাও বলেছেন কেউ ভুলে বিসমিল্লাহ না বললে উযু হয়ে যাবে । আমরা সাধারণ মুসলিমরা সেই সব মতানৈক্যে না জড়িয়ে সর্বোত্তম হবে উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে নেয়া ।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, ইয়াযীদ ইবনু আবু সুফ্ইয়ান, ও আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পূর্ণরূপে উযু করো । পায়ের গোড়ালী সমূহের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি । বুখারী ১৬৫, মুসলিম ২৪২, তিরমিযী ৪১, আবু দাউদ ৯৭, নাসায়ী ১১০, ইবনে মাজাহ ৪৫০-৫৫, আহমাদ ১৩৯৮৩, সহীহাহ ৮৭২

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল ﵁ সূত্রে বর্ণিত, তিনি তাঁর পুত্রকে দুআ করতে শুনলেন যে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব তখন জান্নাতের ডান দিকে যেন সাদা অট্টালিকা (প্রাসাদ) থাকে । (একথা শুনে) আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, হে আমার পুত্র ! তুমি আল্লাহ -র নিকট জান্নাত কামনা কর এবং জাহান্নামের আগুণ হতে আশ্রয় চাও । কেননা আমি রাসূলাল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, শীঘ্রই এই উম্মতের মধ্যে এমন এক দল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পবিত্রতা অর্জন (উযু করতে) ও দুআর মধ্যে বাড়াবাড়ি করবে । আবু দাউদ ৯৬, ইবনে মাজাহ ৩৮৬৪, আহমাদ ১৬৩৫৪, ২০০৩১, ইবনু হিব্বান ১৭১, মিশকাত ৪১৮, ইরওয়াহ ১৪০ সহীহ

*** অবশ্যই খেয়াল রাখবেন, উযুতে বেশি বার বা অধিক পানি যেন ব্যবহার না করা হয় ও দুআর ক্ষেত্রে অল্প কথায় অধিক অর্থবহ দুআ করাই সহীহ হাদিস সম্মত ।

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতে তিনটি এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে । পবিত্রতা (উযু করা) এক-তৃতীয়াংশ, রুকু এক-তৃতীয়াংশ, সিজদা এক-তৃতীয়াংশ । সুতরাং যে সালাতের হক আদায় করে সালাত পড়ে তার সালাত -ই কবুল করা হয় । আর যার সালাত কবুল করা হয় তার অন্যান্য সকল ইবাদাত কবুল করা হয় । আর যার সালাত

প্রত্যাখ্যান করা হয় তার অন্যান্য সকল ইবাদাত প্রত্যাখ্যান করা হয় । সহীহাহ ৬৪৩, ২৫৩৭ সহীহ

*** সালাতের ক্ষেত্রে উযু করা ফারজ বিধান । ভুল বা অসম্পূর্ণ ভাবে অযু করে সালাত আদায় করেও জাহান্নামী হতে হবে তবে কি আমরা সালাত আদায় করব না??? হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমরা সালাত পড়ব আর পড়তেই হবে এতে কোন সন্দেহ নেই তবে উপরোক্ত ও তৎসংশ্লীষ্ট যত ভুল আছে যার ফলে সামান্য ভুলে সালাত -ই হবে না ও মারাত্মক গুনাহগার হতে হবে এমনকি জাহান্নাম; সেই সব বিষয় শতভাগ খেয়াল করে জেনে নেব ও জেনে নেয়ার চেষ্টা করব । আসলে এই সব বিষয় জানা ও মনে রাখা খুবই সহজ বরং অনেকে জানার চেষ্টাই করে না আর যারা চেষ্টা করে তারা সঠিক দিক নির্দেশনা পায় না । সংক্ষিপ্ত করার জন্য এবিষয়ে বিস্তারিত লিখলাম না । উযু ও সালাত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নির্বাচিত হাদিস ০৬ এ ইনশা আল্লাহ কিছু সহীহ ভাবে লিখিত বইয়ের নাম দেব আপনারা সেই সব বই পড়ে সহীহ ভাবে উযু ও সালাত সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন ।

নির্বাচিত হাদিস -০৬

আবদুর রহমান ইবনু শিবল ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সালাতে কাকের মত ঠোকর মেরে সিজদা দিতে, হিংস্র জন্তুর ন্যায় হাতদ্বয় জমিনের উপর বিছিয়ে দিতে এবং (মাসজিদে) কোন লোকের সালাত পড়ার স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে যেমন উট আস্তাবলে স্থান নির্দিষ্ট করে নেয় । আবু দাঊদ ৮৬২, নাসায়ী ১১১২, ইবনে মাজাহ ১৪২৯, আহমাদ ১৫১০৪, দারিমী ১৩২৩, সহীহাহ ৭৬০, ১১৬৮ হাসান

অন্য হাদিসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন, ১. মোরগের মত ঠোঁকর দিয়ে দ্রুত সালাত আদায় করতে; ২. বানর বা কুকুরের মত চার হাত-পা একত্র করে বসতে ও ৩. শিয়ালের মত এদিক-ওদিক তাঁকাতে । আহমাদ ৮১০৬, তাবারাণী ৭৫৯৫, আবী শাইবা, বায়হাকী ৫২৭৫, তারগীব ৫৫৫ হাসান

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন লোক ৬০ বছর সালাত আদায় করে কিন্তু তার কোন সালাত কবুল করা হয় না । সম্ভবত সে যথাযতভাবে রুকু আদায় করলেও সিজদাহ যথাযথভাবে আদায় করে না । অনুরূপ সিজদাহ ঠিক মত আদায় করলেও রুকু যথাযথভাবে আদায় করে না । সহীহাহ ৫৬৮, ২৫৩৫, আত-তারগীব ১/১৮২ হাসান

আম্মার ইবন ইয়াসির ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এমন অনেক লোক আছে যারা সালাত পড়ে কিন্তু তাদের সালাত পুরাপুরি কবুল না হওয়ায় পরিপূর্ণ নেকী প্রাপ্ত হয় না। বরং তাদের কেউ (নেকীর) ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, ৩ ভাগের ১ ভাগ বা অর্ধাংশ নেকী প্রাপ্ত হয়ে থাকে । আবু দাউদ ৭৯৬, নাসায়ী, আহমাদ ৪/৩২১, হাকিম, বায়হাকী, আলবানীর তারাবীহ সালাত হাসান

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনেক রোযাদার আছে যাদের রোযার বিনিময়ে ক্ষুধা ছাড়া আর কিছুই জোটে না । অনেক সালাত আদায়কারী আছে যাদের রাত জাগরণ ছাড়া আর কিছুই জোটে না। ইবনে মাজাহ ১৬৯০, আহমাদ ৯৩৯২, দারেমী ২৭২০, বায়হাকী ৪/২৭০, মিশকাত ২০১৪ সহীহ

*** উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম, সালাতের কিছু নিষেধকৃত বিষয় সম্পর্কে এছাড়াও জানলাম সালাত সঠিক নিয়মে আদায় না করলে তা দ্বারা আল্লাহ -র সন্তুষ্টিও লাভ করা যায় না আর পূর্ণ নেকীও অর্জিত হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরীকায় সালাত শিখতে ও আদায় করতে নিচের বই গুলো অতি মনোযোগ দিয়ে বুঝে পড়ুন, মনে রাখেন ও সেই ভাবে সালাত আদায়ের শতভাগ চেষ্টা করুন-

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত (প্রায় একই নামে তিনটি বই তিনজন জন পৃথক লেখকের)	মূলঃ শাইখ নাসিরউদ্দীন আলবানি, হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম, আ: গালীব
জাল হাদিসের কবলে নবী ﷺ -এর সালাত	মুযাফফার বিন মুহসিন

*** উপরোক্ত বই গুলো ইনশা আল্লাহ সিলেটের কুদরতুল্লাহ মার্কেটের ৩য় তলায় ECS লাইব্রেরীতে পাবেন । অবশ্যই বই ও লেখকের নাম মিলিয়ে কিনবেন।

নির্বাচিত হাদিস -০৭

আবু হুরাইরাই ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একথা বলতে শুনেছেন, তোমরা বল তো, যদি কারো বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই কোন ময়লা অবশিষ্ট

থাকবে না । তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণও সেই রূপ । এর দ্বারা আল্লাহ (ছোট) পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন । বুখারী ৫২৬, মুসলিম ২৭৬৩, তিরমিযী ৩১১২, আবু দাউদ ৪৪৬৮, ইবনে মাজাহ ১৩৯৮

আবু হুরাইরাই ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামাআতের সাথে কারো সালাত পড়া, তার ঘরে ও বাজারে একা নামায পড়ার চাইতে ২৫ গুণ বেশি শ্রেষ্ঠ । তা এই জন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি উযু করে এবং উত্তমরূপে উযু সম্পাদন করে । অতঃপর মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করে । আর একমাত্র সালাত -ই তাকে (ঘর থেকে) বের করে (অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে না), তখন তার (পথে চলার সময়) প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গোনাহ মাফ করা হয় । তারপর সে সালাত শেষ করে সালাত পড়ার জায়গায় যতক্ষণ উযু সহকারে অবস্থান করে, ফিরিশতাগণ তার জন্য দোআ করেন; তাঁরা বলেন, হে আল্লাহ! তার প্রতি অনুগ্রহ কর । হে আল্লাহ! তুমি তাকে রহম কর । আর সে ব্যক্তি ততক্ষণ সালাতের মধ্যেই থাকে, যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষা করে । বুখারী ৬৪৭, মুসলিম ৬৪৯, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৭৩৩, আবু দাউদ ৪৬৯, ইবনু মাজাহ ৭৮৭, আহমাদ ৭১৪৫

অপর হাদিসে এসেছে, ইবনে উমার ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একাকীর সালাত অপেক্ষা জামাআতের সালাত সাতাশ গুণ উত্তম । বুখারী ৬৪৫, মুসলিম ৬৫০, তিরমিযী ২১৫, নাসায়ী ৮৩৭, ইবনু মাজাহ ৭৮৯, আহমাদ ৪৬৫৬

আবু হুরাইরাই ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেয়া ও (জামাআতে) সালাতের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কি মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারী ব্যতিরেকে অন্য কোনো উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারীর সাহায্য নিত । (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মাসজিদে আসার কি ফাজিলাত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত । আর তারা যদি জানত যে, ইশা ও ফাজরের সালাত (জামাআতে) পড়ার ফাজিলাত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত । মুসলিম ৩৮৭, ইবনু মাজাহ ৭২৫, আহমাদ ১৬৪১৯

সাহল ইবনু সাদ আস-সাইদী ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের অন্ধকারে মাসজিদে যাতায়াত কারীদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন পরিপূর্ণ নূরের সুসংবাদ দাও । তিরমিযী ২২৩, ইবনে মাজাহ ৭৮০, মিশকাত ৭২১-২২, আবু দাউদ ৫৬১, ৫৭০, আত-তারগীব ৩১৫ সহীহ

*** উপরোক্ত সহীহ হাদিস গুলো থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের ফাজিলাতের কথা সুস্পষ্ট । বাড়ি থেকে উযু করে সকাল সকাল মাসজিদে ঢুকেই তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ২ রাকাত সালাত

আদায় করে যিকির করা ও ফারজ সালাতের জন্য অপেক্ষা করা সম্পর্কে রত্নসদৃশ্য ফাজিলাত বাচক বহু সহীহ হাদিস আছে সংক্ষিপ্ত করার জন্য লিখলাম না । উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন আমার লেখা মাসজিদ সম্পর্কিত লিখনীটি । অবশেষে বলব, আজ -ই হয়ত আমাদের কার শেষ দিন আর মারা গেলে দুনিয়াতে এসে একটি সিজদা দেয়াও সম্ভব হবে না তাই আলসেমী না করে বা উদাসীন না থেকে ফারজ সালাত জামাআতের সাথে শতভাগ গুরুত্ব দিয়ে আদায় করুন ।

নির্বাচিত হাদিস -০৮

আবু হুরাইরাই ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মাসজিদে গমন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য আপ্যায়ন সামগ্রী জান্নাতের মধ্যে প্রস্তুত করেন । সে যতবারই সকাল অথবা সন্ধ্যায় মাসজিদে যায় ততবারই মেহমানদারীর উপকরণ প্রস্তুত করেন । বুখারী ৬৬২, মুসলিম ৪৬৭, ৬৬৯, আহমাদ ১০২৩০

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন কোন বান্দা উত্তমরূপে উযু করে এবং উযুকে পূর্ণ করে, তারপর সে কেবল সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যেই মাসজিদে গমন করে; আল্লাহ তাআলা তার প্রতি এত খুশি হন যেমন তোমাদের কেউ হারানো লোককে খুঁজে পেলে খুশি হয় । খুযাইমাহ ১৪৯১, সহীহুত তারগীব ১/১২৩, ৩০১ হাসান

আবু উমামা আল বাহেলী ﵁ হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তি এমন যারা প্রত্যেকে আল্লাহ -র দায়িত্বে থাকে । ১. যে ব্যক্তি আল্লাহ -র রাহে জিহাদ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে রয়েছে । যে পযন্ত না তাকে উঠিয়ে নেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করান অথবা তাকে ফিরিয়ে আনেন যে সওয়াব ও গনীমতের মাল সে যুদ্ধে লাভ করেছে; ২. যে ব্যক্তি মাসজিদে গমন করেছে সে আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে এবং ৩. যে ব্যক্তি নিজ গৃহে গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে প্রবেশ করে সে-ও আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে । আদাবুল মুফরাদ ১০৯৪, আবু দাউদ ২৪৯৪, মিশকাত ৭২৭, আত-তারগীব ৩২১ সহীহ

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিম ব্যক্তি যতক্ষণ মাসজিদে সালাত বা যিকির -রত থাকে ততক্ষণ আল্লাহ তার প্রতি এতটা আনন্দিত হন, প্রবাসী ব্যক্তি তার পরিবারে ফিরে এলে তারা তাকে পেয়ে যেরূপ আনন্দিত হয় । ইবনে মাজাহ ৮০০, আহমাদ ৮০৫১, সহীহুত তারগীব ৩২৫ হাসান

* যত তাড়াতাড়ি মাসজিদে যাবেন ও (সঠিক নিয়মে) সালাত বা যিকির -রত থাকবেন ইনশা আল্লাহ তত বেশিক্ষণ আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি নিশ্চিত রূপে সন্তুষ্ট থাকবেন কিন্তু যারা দেরীতে যায় তারা কি উপরোক্ত হাদিসের আওতায় বেশিক্ষণ পড়ে???

*** উপরোক্ত রত্নসদৃশ্য আমাল গুলো আন্তরিকতার সাথে নিয়মিত করার শতভাগ চেষ্টা করুন । অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখবেন, আজ, কাল করে যদি আমাল করা থেকে দূরে বা উদাসীন থাকেন তবে জীবনের এক প্রান্তে গিয়ে ও আখিরাতের প্রায় প্রতিটি ধাপে আফসোস করবেন, হায়! আমি কেন এই সময়টা যিকির করলাম না, কেন এই সময়টা ওই সহীহ আমাল করলাম না .. যদি করতাম তবে তো তা আমার আমালনামায় -ই যোগ থাকত, স্বচুক্ষে দেখতে পেতার, সুফল ভোগ করতাম, আরও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ভাজন হতে পারতাম ও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত হয়ে সম্মানিত হতাম । আর যদি মৃত্যু এসে যায় তবে তো আর কথাই নেই; এই আফসোসের সীমা থাকবে না আর কেঁদেও লাভ হবে না । অবশেষে বলব, আজ এখন থেকেই মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য প্রতিদিন ১৪৪০ মিনিট থেকে ইনশা আল্লাহ আমি কিছু সময় কুরআন শুদ্ধভাবে শিখতে ও বুঝে অন্তত বাংলা অর্থসহ মুখস্ত করতে এবং সহীহ হাদিস হুবহু বুঝে শিখতে সময় দিব, এগুলো মনে রাখব, মেনে চলব ও অন্তত অনূকুল পরিবেশে প্রচার করার শতভাগ চেষ্টা করব । অবশ্যই মনে রাখবেন, যে আল্লাহ -র পথে আন্তরিক ভাবে চলতে চায় আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করেন বরং সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর তা গ্রহণ না করা ও মেনে না চলা ইবলিস শয়তান, তার অনুসারী, অহংকারী, সীমালঙ্গনকারী ও জালিমদের গুণ কোন মুমিনের গুণ নয় ।

নির্বাচিত হাদিস -০৯

উসমান ইবনে আফফান ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ইশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত সালাত পড়ল । আর যে ফাজরের সালাত জামাআতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত সালাত পড়ল । মুসলিম ৬৫৬, তিরমিযী ২২১, আবু দাউদ ৫৫৫, আহমাদ ৪১০, মুয়াত্তা ২৯৭

জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফাজরের সালাত (জামাআতে) পড়ল, সে আল্লাহর দায়িত্বে চলে গেল । সুতরাং আল্লাহ যেন তোমাদের কাছে তার জিম্মার কিছু দাবী না করেন । কারণ, যার কাছেই তিনি তাঁর জিম্মার কিছু দাবী করবেন, তাকে পাঁকড়াও

করবেন । অতঃপর তিনি তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন । মুসলিম ৬৫৭১, তিরমিযী ২২২, নাসায়ী ৮২৫, আহমাদ ১৮৩২৬

*** বলা বাহুল্য, যে সালাত পড়ে, সে আল্লাহর জিম্মাদারীতে । সুতরাং সে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র; তার সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করা উচিত ।

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে ইশা ও ফাজরের সালাত । তারা যদি এই দুই সালাতের ফাজিলাত সম্পর্কে অবহিত থাকতো, তাহলে অবশ্যই তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাতে হাযির হতো । বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭, নাসায়ী ৫৪০, ইবনে মাজাহ ৭৯৭, আহমাদ ৭১৮৫, মুয়াত্তা ১৫১, দারিমী ১২৭৩, ইরওয়াহ ৪৮৬

উকবা ইবনে আমির ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেরিয়ে আসলেন, আমরা তখন সুফফায় (মসজিদে নববীর আঙ্গীনায়) ছিলাম । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এমনটা পসন্দ করবে যে, সে প্রতিদিন সকালে বুতহান- কিংবা আকীক নামক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোন পাপের আশ্রয় না নিয়ে কিংবা কোন প্রকার আত্নীয়তা ছিন্ন না করে বড় বড় কূঁজ বিশিষ্ট উজ্জল বর্ণের দুইটি উটনী নিয়ে আসবে? আমরা বললাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা সবাই তা পসন্দ করি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের যে কেউ ভোরে মাসজিদে গিয়ে আল্লাহ -র কিতাবের দুইটি আয়াত শিক্ষা করে তবে তা তার জন্য দুইটি উটনীর চেয়ে উত্তম । আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনীর চেয়ে উত্তম এবং চার আয়াত চারটি উটনীর চেয়ে উত্তম । এমনিভাবে আয়াতের সংখ্যা যত বেশি হবে তা ততো সংখ্যক উটনীর চেয়ে উত্তম । মুসলিম ১৭৫৬, আবু দাউদ ১৪৫৬, আহমদ ৪/১৫৪

নির্বাচিত হাদিস -১০

আবু হুরাইরাই ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন আছে, আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে, জ্বালানী কাঠ জমা করার নির্দেশ দিই । তারপর সালাতের জন্য আযান দেয়ার আদেশ দিই । তারপর কোন লোককে লোকদের ইমামতি করতে আদেশ দিই । তারপর আমি স্বয়ং সেই সব (পুরুষ) লোকদের কাছে যাই যারা মসজিদে সালাত পড়তে আসেনি এবং তাদেরকেসহ তাদের ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেই । বুখারী ৬৪৪, ফাতহুল বারী ৬৪৪, মুসলিম ৬৫১, তিরমিযী ২১৭, নাসায়ী ৮৪৯, আবু দাউদ ৪৮৬, ইবনে মাজাহ ৭৯১, আহমাদ ৭২৬০, মুয়াত্তা ২৯৯

আবু হুরাইরাই ﵁ বলেন, একটি অন্ধ লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে নিবেদন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার কোন পরিচালক নেই, যে আমাকে মাসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে । সুতরাং সে নিজ বাড়িতে সালাত পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চাইল । তিনি তাকে অনুমতি দিলেন; যখন সে পিঠ ঘুরিয়ে যেতে চাইল তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? সে বলল, জী হ্যাঁ । তিনি বললেন, তাহলে তুমি সাড়া দাও (অর্থাৎ মসজিদেই এসে সালাত পড়) । মুসলিম ৬৫৩, নাসায়ী ৮৫০

আবদুল্লাহ ইবনু উম্মু মাকতূম ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে বললাম, আমি বৃদ্ধ ও অন্ধ, আমার বসতিও দূরে এবং আমার সাহায্যকারী কোন পরিচালকও নেই । সুতরাং আপনি কি (আমাকে জামাআতে হাযির না হওয়ার ব্যাপারে) অবকাশ (অনুমতি) দিবেন? তিনি বলেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? আমি বললাম, হাঁ । তিনি বলেন, আমি তোমার জন্য অবকাশ পাচ্ছি না । আবু দাউদ ৫৫২, নাসায়ী ৮৫১, ইবনু মাজাহ ৭৯২, ইরওয়াহ ২/২৮৯ হাসান

ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল আর তার কোর ওযর (কারণ) না থাকা সত্ত্বেও জামাআতে উপস্থিত হল না তার সালাত নাই (অর্থাৎ তার সালাত পরিপূর্ণ সালাত হিসেবে গণ্য হয় না) । আবু দাউদ ৫৫১, ইবন মাজাহ ৭৯৩, বায়হাকী ৩/৭৫, হাকিম ১/পৃ: ২৪৫, ইরওয়াহ ২/৩৩৭ সহীহ

*** উপরোক্ত সহীহ হাদিস গুলো প্রমাণ করে যে, ফারজ সালাত জামাআতে আদায় করা ওয়াজিব যদি কোন শরয়ী ওজর না থাকে । আটটি কারণে জামাআত তরক করা বৈধ- ১. এমন মারাত্নক অসুস্থতা যে আসা অসম্ভব, ২. নিজ জান-মাল-সম্মানের আশংকা থাকলে যেমন-ভয়ংকর হিংস্র প্রাণী বা শত্রু যার ফলে নিজের চরম সমস্যা এমনকি মৃত্যু আশংকা থাকে .., ৩ ও ৪. মারাত্মক বৃষ্টি বা পিচ্ছিল পথ হলে, ৫. ঠান্ডা ও অন্ধকার রাতে প্রচন্ড বাতাস থাকলে, ৬. খাবার উপস্থিত হলে ও মন খাবারের প্রতি আসক্ত হলে (তবে প্রকৃত জামাআতে সালাত আদায়কারীরা সাধারণত সালাতের সময় খাবার অবশিষ্ট রাখবে না বরং আগেই খেয়ে রাখবে), ৭. পেসাব-পায়খানার স্রোত হলে (তবে প্রয়োজন শেষ করে জামাআতে শরীক হতে হবে), ৮. নিকটে কোন ব্যক্তি মুমূর্ষ হলে বা মৃত্যুর আশংকা থাকলে । উপরোক্ত কারণ গুলোর সহীহ দলীলসহ দেখুন- ড. সায়ীদ ইবন আলী ইবন ওয়াহফ আল-কাহতানী -র জামাআত সম্পর্কিত লিখনীতে- ১২৪-১২৭ পৃ: এই বইটি ইসলাম হাউজে পাবেন । অবশেষে বলব, জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে নিজেকে মানসিকভাবে শতভাগ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলুন যা আপনাকে

হিদায়াতের পথে ধাবিত করে পথভ্রষ্টতা থেকে দূরে রাখবে এবং এতে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ -ই নিহিত ।

নির্বাচিত হাদিস -১১

আবু দারদা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোকও বাস করে এবং সেখানে (জামাআতে) সালাত কায়েম করে না তবে শয়তান তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে । সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও; কেননা ছাগলের পাল হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকেই ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে থাকে । আবু দাউদ ৫৪৭, নাসায়ী ৮৪৭, আহমাদ ২১২০৩, মিশকাত ১০৬৭, খুযাইমাহ ১৪৮৬ সহীহ
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি কাল (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ -র সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে চায় সে যেন এই পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হয় যেখানে তার জন্য আযান দেয়া হয় (অর্থাৎ মাসজিদে) । কেননা এটাই হল হিদায়েতের উত্তম পন্থা । আর আল্লাহ তোমাদের রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য হিদায়েতের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন । যদি তোমরা সকলেই (ফারজ) সালাত নিজ নিজ বাড়িতেই আদায় কর, তাহলে তোমরা নবীর সুন্নাতকে পরিত্যাগ করলে । আর তোমরা যদি নবীর সুন্নাতকে পরিহার কর তাহলে নিশ্চয় তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে । অবশ্যই আমরা প্রকাশ্য মুনাফিক ব্যতিত (ফারজ) সালাতের জামাআত কাউকে ত্যাগ করতে দেখতাম না । আমি এমন ব্যক্তিকেও দেখেছি, যিনি দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামাআতের কাতারে শরীক হতেন । যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদে উপস্থিত হয়ে সালাত পড়ে, তার প্রতি দুই পদক্ষেপের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ও তার একটি গুনাহ মুছে দেন । মুসলিম ৬৫৪, আবু দাউদ ৫৫০, ইবনু মাজাহ ৭৭৭, আহমাদ ৩৫৫৪, ইরওয়াহ ৪৮৮
মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমাদেরকে আল্লাহ -র রাসূলুল্লাহ ﷺ হিদায়েতের (সৎপথ প্রাপ্তির) পন্থা বলে দিয়েছেন । আর হিদায়েতের অন্যতম পন্থা হল, সেই মাসজিদে সালাত পড়া যেখানে আযান দেওয়া হয় ।
*** উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে আবারও জামাআতের সাথে সালাত আদায়ের আবশ্যকতার কথা সুস্পষ্ট । দুই জন হলেও জামাআতের সাথে সালাত আদায় করতে হবে যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত । আরেকটি অতি জরুরি কথা, অনেকে বাড়িতে পড়ে নিয়েছি বলে বা জামাআতের সময় শেষ হয়ে গেছে দেখিয়ে অনেক সময় মাসজিদে জামাআতের সাথে সালাত

আদায় করতে আসেন না; তাদের জন্য এই দুইটি হাদিস- মিহজান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক মজলিসে ছিলেন । তখন সালাতের আযান হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন তারপর সালাত আদায় করে এসে দেখলেন মিহজান ﵁ সেই মজলিসেই রয়েছেন । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তোমাকে সালাত আদায় করা থেকে কোন জিনিস বাধা দিল? তুমি কি মুসলিম নও? তিনি বললেন, হ্যাঁ । কিন্তু আমি আমার ঘরে সালাত আদায় করে এসেছি । রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, যখন আসবে, তখন লোকের সাথে সালাত আদায় করে নেবে, যদিও পূর্বে সালাত আদায় করে থাক (তখন নফল হবে) । নাসাঈ ৮৫৮-৫৯, মুয়াত্তা ২৯৮, তিরমিযী ২৯৯, আবু দাউদ ৫৭৫, আহমাদ ৪/১৬১ সহীহ

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদে গিয়ে দেখে (ফারজ) সালাতের জামাআত শেষ হয়ে গেছে অত:পর সে একাকী সালাত আদায় করে নেয় ঐ ব্যক্তিকেও তাদের অনুরূপ নেকী প্রদান করা হয় যারা মাসজিদে হাযির হয়ে জামাআতের সাথে পুরো সালাত আদায় করেছে । আবু দাউদ ৫৬৪, নাসাঈ ৮৫৪, আহমদ ২/৩৮০, হাকিম ১/২০৮, দারেমী ১২২৮ সহীহ

নির্বাচিত হাদিস -১২

জাবির ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসূন অথবা পিঁয়াজ খায়, সে যেন আমাদের নিকট হতে দূরে অবস্থান করে অথবা আমাদের মাসজিদ থেকে দূরে থাকে । বুখারী ৮৫৪, মুসলিম ৫৬৪, তিরমিযী ১৮০৬, নাসায়ী ৭০৭, আবু দাউদ ৩৮২২

মুসলিমে এসেছে, কোন ব্যক্তি যেন পিঁয়াজ, রসূন বা লিক পাতা খেয়ে অবশ্যই মাসজিদের নিকটবর্তী না হয় কারণ ফিরিশতাগণ তাতে কষ্ট পান যাতে আদম-সন্তান (গন্ধে) কষ্ট পায় ।

* এখানে লক্ষ্যনীয় যে, মুখে গন্ধ বলে মাসজিদে জামাআত ত্যাগ করা যাবে না বরং মুখের গন্ধ দূর করে অবশ্যই জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার শতভাগ চেষ্টা করতে হবে ।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের লক্ষণ হচ্ছে কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে কিন্তু তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দুই রাকাত সালাত পড়বে না । সহীহাহ ৬৪৯, সহীহ ইবনু খুযাইমা, সহীহুল জামে, হাকিম সহীহ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতার গুলো সোজা করে পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও । (কাতারের) ফাঁক বন্ধ করে নাও । তোমাদের ভাইদের জন্য হাতের পার্শ্ব নরম করে দাও । আর শয়তানের জন্য ফাঁক রেখ না । যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহ (তাঁর রহমাতের সাথে) তাকে মিলিয়ে রাখবেন, আর যে ব্যক্তি কাতার ফাঁক করে দাড়াঁবে, আল্লাহ তাকে তাঁর রহমাত থেকে কেটে দেবেন । আবু দাউদ ৬৬৬, নাসায়ী ৮১৯, আহমাদ ৫৭২৪, খুযাইমা ১৫৪৯, মিশকাত ১১০২, সহীহাহ ৭৪৩ সহীহ

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের আগেই (রুকূ-সাজদাহ থেকে) মাথা তোলে সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় পরিবর্তিত করে দিবেন? বুখারী ৬৯১, মুসলিম ৪২৭ তিরমিযী ৫৮২, নাসায়ী ৮২৮, ইবনে মাজাহ ৯৬১, আবু দাঊদ ৬২৩, আহমাদ ৭৪৮১, দারিমী ১৩১৬, ইরওয়াহ ৫১০

* জামাআতে সালাত -রত অবস্থায় কোন কাজই ইমামের পূর্বে বা সাথে সাথেও করা যাবে না বরং ইমামের একটু পরে রুকু, সিজদাহ -সহ সব রুকন আদায় করতে হবে।

আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা সালাতের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি দেয়? তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে । বুখারী ৭৫০, মুসলিম ৪২৯, নাসায়ী ১১৯৩, আবু দাউদ ৯১৩, ইবনু মাজাহ ১০৪৪, আহমাদ ১১৬৫৪, দারেমী ১৩০২, মিশকাত ৯৮৩

*** বহু সহীহ হাদিসে গুরুত্ব দিয়ে নিষেধ করা হয়েছে > মাসজিদে এসে ফিরে যেতে বা ভিতরে কোন স্থানে বিশেষত কিবলার দিকে থুথু ফেলতে আর ভুলে ফেললেও সাথে সাথে পরিষ্কার করা, সালাত রত অবস্থায় > কোমড়ে হাত রাখতে, দুই খুঁটির মাঝখানে কাতারবন্দী হতে, দুই পা খাড়া করে বসতে, উচ্চ শব্দে কথা বলতে, যেকোন সালাতে রুকু-সিজাদায় পিট সোজা রাখা নতুবা সালাত হবেই না ও তা অত্যন্ত গুনাহের কাজ এছাড়াও তৎসংশ্লিষ্ট কাজ করতে নিষে করা হয়েছে । সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে বেশি কিছু লিখতে পারলাম না তবে আপনাদের প্রতি অনুরোধ করছি, অবশ্যই জামাআতের সাথেই সালাত আদায় করবেন ও মাসজিদের আদব, করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়াবলী জানার পাশাপাশি তা মেনে চলার চেষ্টা করবেন নতুবা মাসজিদে গিয়েও গুনাহগার হয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হবে (নাউযুবিল্লাহ) ।

নির্বাচিত হাদিস -১৩

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং হায়াতে বৃদ্ধি (বরকত) হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে । বুখারী ৫৯৮৬, মুসলিম ২৫৫৭, আবু দাউদ ১৬৯৩, আহমাদ ১২১৭৮

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ -র আনুগত্যের পথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপেক্ষা দ্রুত নেকী অর্জনকারী কোন কাজ নেই । আর মিথ্যা শপথ দেশকে (বস্তিসমূহকে) জনশূন্য করে দেয়। সহীহাহ ১৫৫, ৯৭৮ সহীহ

আবু আইয়ূব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখবে । যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন একজন এ দিকে মুখ ফিরায় এবং আরেকজন ওই দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় । আর তাদের দুই জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে । বুখারী ৬০৭৭, মুসলিম ২৫৬০, তিরমিযী ১৯৩২, আবু দাউদ ৪৯১১, আহমাদ ২৩০১৭, ২৩০৬৪, ২৩০৭৩, মুয়াত্তা ১৬৮২

আবু হুরাইরাহ ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখি, আর তারা ছিন্ন করে । আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, আর তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে । তারা কষ্ট দিলে আমি সহ্য করি, আর তারা আমার সাথে মূর্খের মত আচরণ করে । রাসূলাল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তা-ই হয়, তবে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করছ (অর্থাৎ এ কাজে তারা গোনাহগার হচ্ছে) এবং তোমার সাথে আল্লাহ -র পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী থাকবে; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এর উপর অটল থাকবে । বুখারী ২৫৫৮, আহমাদ ৮৩৫২, ২৭৪৯৯ ..

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই ব্যক্তি সম্পর্ক বজায়কারী নয়, যে সম্পর্ক বজায় করার বিনিময়ে বজায় করে । বরং প্রকৃত সম্পর্ক বজায়কারী হল সে ব্যক্তি, যে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে তা কায়েম করে । বুখারী ৫৯৯১, তিরমিযী ১৯০৮, আবু দাউদ ১৪৮৯, ১৬৯৭

*** উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা এমনকি অন্য আত্মীয়রা খারাপ আচরণ করলেও । অবশ্যই মনে রাখবেন, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, গরিব আত্মীয়দের খোঁজ-খবর রাখা ও অবজ্ঞা না করা, তাদের দান-খয়রাত করা, তাদের

সাদকাহ্-খয়রাত করলে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে, তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা ও ভাল কথা বলা যাতে তারা কোন ভাবেই মনে কষ্ট না পায়, মেহমান হিসেবে আসলে যথাসম্ভব তাদের মেহমানদারীর ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে নিজে কম খেয়ে বা না খেয়ে তাদের খাওয়ানো যদিও তাদের বাড়িতে গেলে তারা খারাপ আচরণ করে বা মেহমানদারী না করে ইত্যাদি এসব -ই কিছু আয়াত ও বহু সহীহ হাদিসে অতি গুরোত্বতার সাথে বলা হয়েছে এবং উপরোক্ত বা তৎসংশ্লীষ্ট এসব কাজ করতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে কারণ উপরোক্ত কাজ গুলোর অবর্ণনীয় ফাজিলাত রয়েছে । অবশেষে বলব, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে আমরণ শতভাগ চেষ্টা রাখবেন আর ঐ দিনেকে ভয় করুন, যে মহাভয়ংকর কিয়ামাতের দিন পুলসিরাতের ডানে বামে আত্মীয়তার বন্ধন ও আমানত দাঁড়িয়ে থাকবে; আপনার কি ধারণা, যারা এই দুইটি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করবে না তারা কি পুলসিরাত পার হতে পরবে??? অবশ্যই না আর এটাই সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ।

নির্বাচিত হাদিস -১৪

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় । (ঐ দিনে) প্রত্যেক সেই সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যে আল্লাহ -র সাথে কোন কিছুকে শরীক করেনি । আর সেই ব্যক্তিকে নয়, যার সাথে তার মুসলিম ভাইয়ের সম্পর্ক ছিন্ন (হিংসা-বিদ্বেষ) থাকে । (তাদের সম্পর্কে) বলা হয়, এদের দুই জনের সন্ধি হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও, এদের দুই জনের সন্ধি হওয়া পর্যন্ত তাদের অবকাশ দাও । মুসলিম ২৫৬৫, তিরমিযী ৭৪৭, আবু দাউদ ৪৯১৬, ইবনু মাজাহ ১৭৪০, আহমাদ ৭৫৮৩, তালীকুর রাগীব ৩২/৮০

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে কিংবা মিথ্যা শপথের উপর শপথ করে সে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বেই তার (মন্দ) পরিণাম দেখতে পাবে । সহীহাহ ৪১৬, ১১২১ সহীহ

আবু মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুত্বইম رضي الله عنه থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী (প্রাথমিকভাবে) জান্নাতে প্রবেশ করবে না । বুখারী ৫৯৮৪, মুসলিম ২৫৫৬, তিরমিযী ১৯০৯, আবু দাউদ ১৬৯৬, আহমাদ ১৬২৯১

আবু হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সব কিছুকে সৃষ্টি করলেন । অতঃপর যখন তিনি সৃষ্টি কাজ শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তার সম্পর্ক উঠে বলল, (আমার এই দন্ডায়মান হওয়াটা) আপনার নিকট বিচ্ছিন্নতা থেকে আশ্রয়প্রার্থীর দন্ডায়মান হওয়া । তিনি (আল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব । আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব । সে (রক্ত সম্পর্ক) বলল, অবশ্যই । আল্লাহ বললেন, তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেয়া হল । অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা চাইলে (এ আয়াতটি) পড়ে নাও; ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন । (সূরা মুহাম্মাদ : ২২, ২৩) । বুখারী ৫৯৮২, মুসলিম ২৫৫৪, আহমাদ ৭৮৭২, সহীহাহ ৫২০

*** আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা নিঃসন্দেহে মহা কাবীরাহ গুনাহ যা কুরআনের আয়াত ও বহু সহীহ দ্বারা প্রমাণিত । এরা এতটাই হতভাগা যে, তারা সাপ্তাহিক সাধারণ ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত । যে কয়টি গুনাহের শাস্তি আখিরাতের পাশাপাশি দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয় তাদের অন্যতম একটি হল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা । সঠিক নিয়মে তাওবাহ না করলে দুনিয়া ও বিশেষত আখিরাতের প্রতিটি ধাপে এর চরম চরম ফল দিতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই । আর সঠিক তাওবার স্বরূপ হল সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা ও প্রয়োজনে সম্পর্ক স্থাপনের শতভাগ চেষ্টা করা । অবশেষে বলব, আপনি বা অন্য কেউ প্রকৃত পক্ষে সম্পর্ক রক্ষাকারী এটা বুঝবেন কিভাবে??? এর উত্তর দিয়েছি নির্বাচিত হাদিস -১৩ এর শেষের দুইটি হাদিসে । এছাড়াও এই আয়াত গুলোর উপর শতভাগ আমাল করার চেষ্টা আজ থেকেই শুরু করুন- সূরা বানী ইসরাঈল (১৭) : ৫৩; সূরা হা-মিম-সিজদা (৪১) : ৩৪, ৩৫; (আয়াত গুলোর বাঙ্গানুবাদ অতি শীঘ্রই দেয়া হবে) । বিস্তারিত দেখুন আমার এই লিখনীতে-মুসলিমরা একে অন্যের সাথে রাগ বা ঝগড়া করে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ।

নির্বাচিত হাদিস -১৫

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন দুইটি নিয়ামত আছে, বহু মানুষ সে দুইটির ব্যাপারে ধোঁকায় আছে (সঠিক ব্যবহার করতে পারে না) সুস্থতা ও অবসর । বুখারী ৬৪১২, তিরমিযী ২৩০৪, ইবনু মাজাহ ৪১৭০, আহমাদ ২৩৩৬, ৩১৯৭, দারিমী ২৭০৭

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه ও আমর ইবনে মায়মুন আল-আওদী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পাঁচটি অবস্থার সম্মুক্ষীন হওয়ার পূর্বে পূর্ববর্তী পাঁচটি জিনিসকে গণীমতের অমূল্য সম্পদ মনে কর (সঠিক ব্যবহার কর) ১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের; ২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতার; ৩. দারিদ্র্যতার পূর্বে স্বচ্ছলতার; ৪. ব্যস্থতার পূর্বে অবসরের এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বের জীবনের । হাকিম ৪/৩৪১-৭৮৪৬, আবী শাইবা ৭/৭৭- ৩৪৩১৯, সহীহুল জামে ১০৭৭, সহীহুত তারগীব ৩৩৫৫ হাসান

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামের সৌন্দর্য (ব্যক্তি উত্তম মুসলিম হওয়ার লক্ষণ) হল অনর্থক কাজ বর্জন করা । তিরমিযী ২৩১৭-১৮, ইবনু মাজাহ ৩৯৭৬ , রাওদুন নাদীর ২৯৩, ৩২১ হাসান

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه ও আবু বারযা আল-আসলামী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পা দুই খানা আল্লাহ তাআলার নিকট হতে সরতে পারবে না । তার জীবনকাল সম্পর্কে, সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে; তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কোন কাজে সে বিনাশ করেছে; তার সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে (কী উপায়ে) তা উপার্জন করেছে ও তা কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবেক কি কি আমল করেছে । তিরমিযী ২৪১৬-১৭, দারেমী ৫৩৭, সহীহুত তারগীব ১২৮, সহীহাহ ৯৪৬, তালীকুর রাগীব ১/৭৬, রাওদুন নাদীর ৬৪৮

*** উপরোক্ত হাদিস গুলোর উপর যখনই কেউ আমাল করতে চাইবে ও চেষ্টারত থাকবে সে আত্মসচেতন হয়ে উঠবে । এছাড়া তার দ্বারা অহেতুক কথা, কাজ, সময় নষ্ট সম্ভব না । এই হাদিস গুলোর উপর আমাল ইনশা আল্লাহ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি একটি রাষ্ট্রে ইতিবাচক ব্যাপক পরবর্তন আনতে সক্ষম । যখনই উপরোক্ত হাদিস গুলো নিয়ে কেউ গভীর মনে চিন্তা করবে এবং নিজের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চাইবে তার মনে একথা গুলো জাগ্রত হবে বা জাগ্রত হওয়া উচিত যে, আমি কি করছি, যা করছি তা কেন করছি, কি করা উচিত ছিল, যা উচিত ছিল তা কি করছি, যদি না করে থাকি কেন করছি না, কিভাবে করণীয় কাজ গুলো করতে পারি ও বর্জনীয় গুলো পরিত্যাগ করতে পারি এই সব গভীর চিন্তায় সে নিমগ্ন থাকবে ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে হিদায়াতের পথে আল্লাহ তাআলার সাহায্য, কুরআন ও সহীহ হাদিসকে ভিত্তি করে চলতে থাকবে । অবশেষে বলব, আজ এখনই সময় এসেছে নিজেকে নিয়ে গভীর চিন্তা করে হকের উপর কায়েম থাকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করার নতুবা এই মারাত্মক ও সুক্ষ্ম ফিতনার যুগে পথভ্রষ্ট হয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হতেই হবে

এতে কোন সন্দেহ নেই। মহামহিম আল্লাহ তাআলা আমাদের হক চেনার ও হকের উপর কায়েম থাকার তাওফিক দান করুন আমিন।

নির্বাচিত হাদিস -১৬

ইবনে মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদের জানাব না যে, কার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? জাহান্নামের আগুন হারাম এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে লোকদের সাথে মিলে-মিশে থাকে, কোমলমতি, নরম মেজাজ ও বিনম্র স্বভাব বিশিষ্ট। তিরমিযী ২৪৮৮, আহমাদ ৩৯২৮, সহীহাহ ৯৩৫ সহীহ

আবু হুমাইদ আস সায়িদী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই উম্মাতের মধ্যে আল্লাহ -র বান্দাদের মধ্যে উত্তম বান্দা হল (ওয়াদা) পূর্ণকারী ও পবিত্র (উত্তম) আচরণের অধিকারী। সহীহাহ ৬৭, ২৮৪৮, রাউযুন নাযীর ৯৩৭ হাসান

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় সঠিক পথ প্রদর্শনকারী মুসলিম ব্যক্তি, অধিক সিয়াম পালনকারী, আল্লাহ -র আয়াত সমূহ দ্বারা অধিক সালাত আদায়কারী ব্যক্তির সমমর্যাদা লাভ করবে তার উত্তম অভ্যাস ও আচরণের কারণে। আহমাদ ২/২২০, ১৭৭, হাকিম ১/৬০, সহীহাহ ৮২, ৫২২ হাসান

আবু আনবাহ আল খাওলানী ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় জমিনে অবস্থানকারীদের মধ্যে আল্লাহ -র পাত্র রয়েছে। আর তোমার প্রভুর পাত্র হল তাঁর সৎ বান্দাদের অন্তর। আল্লাহ -র কাছে সর্বাধিক প্রিয় হলো, যে (জমিনবাসীদের মধ্যে) সবচেয়ে অধিক নম্র ও কোমল (হৃদয়ের অধিকারী)। সহীহাহ ৮০, ১৬৯১ সহীহ

আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আহমাদ ৬৭৬৭, বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান ৭৯৮৫, সহীহাহ ৮৩, ৭৯২ সহীহ

নির্বাচিত হাদিস -১৭

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ -র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ -র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ -র কসম! ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি

বললেন, যে লোকের অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় । বুখারী ৬০১৬, আহমাদ ১৫৯৩৫, ২৬৬২০
মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না ।
ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে পেট ভরে খায় অথচ সে জানে তার পাশের প্রতিবেশী না খেয়ে আছে । আদাবুল মুফরাদ ১১২, সহীহাহ সহীহ
আবু সিরমা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ যে ব্যক্তি মানুষের ক্ষতি করবে প্রতিদানে আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন । তিরমিযী ১৯৪০, আবু দাউদ ৩৬৩৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪২, আহমাদ ১৫৩২৮ হাসান
কাতাদা ইবনে রিবঈ আনসারী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাশ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলো । তিনি তা দেখে বললেনঃ সে শান্তি প্রাপ্ত । লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মুস্তারিহ ও মুস্তারাহ মিনহু এর অর্থ কি? তিনি বললেনঃ মুমিন বান্দা মরে যাওয়ার পর দুনিয়ার কষ্ট ও যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহ তাআলার রহমতের দিকে পৌঁছে শান্তি প্রাপ্ত হয় । আর গুনাহগার বান্দা মরে যাওয়ার পর তার আচার-আচরন থেকে সকল মানুষ, শহর-বন্দর, গাছ-পালা ও প্রানী কুল শান্তিপ্রাপ্ত হয় । বুখারী খ: ৮ম অ: ৭৬> ৫১৯, নাসায়ী ১৯৩২-৩৩, মুআত্তা ৫৭৭
আয়িশা ﵁ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলো । তিনি লোকটিকে দেখে বললেন, সে সমাজের নিকৃষ্ট লোক এবং সমাজের দুষ্টু সন্তান । এরপর সে যখন এসে বসলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উদারতার সাথে মেলামেশা করেন । লোকটি চলে গেলে আয়িশা ﵁ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যখন আপনি লোকটিকে দেখলেন তখন তার সম্পর্কে এরূপ বললেন , পরে তার সাথে আপনি আনন্দ ও উদার প্রাণে সাক্ষাৎ করলেন । তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়িশা! তুমি কখনো আমাকে অশালীন রূপে পেয়েছ? কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার বদ স্বভাবের (অথবা খারাপ আচরণের) কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে । বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ৩৩৮, তিরমিযী ১৯৯৬, মুয়াত্তা ১৬৩৯
*** উপরোক্ত হাদিস গুলো ঐসব লোকের জন্য মহা হুশিয়ারী বানী > যারা মানুষকে কথায়, আচরণে-ব্যবহারে, অন্যের মাধ্যমে পরিচিত বা অপরিচিত কাউকে মনে কষ্ট দেয়, ক্ষতি করে, প্রতিবেশী বা আত্মীয় অথবা অন্য কার হক নষ্ট করে বা প্রাপ্য দেয় না, ভাল কাজে বাধা দেয় বা আটকিয়ে তথা

বিরত রাখে, কোন জীবকে বিনা কারণে কষ্ট দেয় ইত্যাদি তৎসংশ্লিষ্ট সব কাজ সর্বাত্মকভাবে পরিত্যাগ করতেই হবে।

নির্বাচিত হাদিস -১৮

আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মুমিন ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সবার চেয়ে উত্তম, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম। তিরমিযী ১১৬২, আহমাদ ৭৩৫৪, দারিমী ২৭৯২, সহীহাহ সহীহ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ -র নিকট সর্বোত্তম সঙ্গী সে, যে তার সঙ্গীর কাছে উত্তম। আর আল্লাহ -র নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বোত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট সর্বাধিক উত্তম। তিরমিযী ১৯৪৪, আহমাদ ৬৫৩০, দারেমী ২৪৩৭, মিশকাত ৪৯৮৭, সহীহাহ ১০৩০ সহীহ

আনাস ﷺ বলেন, কিছু লোক একটি জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় আরও একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, কী ওয়াজিব হয়ে গেল? তিনি বললেন, তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহ -র সাক্ষী। বুখারী ১৩৬৭, ২৬৪২, মুসলিম ৯৪৯, তিরমিযী ১০৫৮, নাসায়ী ১৯৩২, ইবনু মাজাহ ১৪৯১, আহমাদ ১২৪২৬

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে প্রশ্ন করা হল অমুক মহিলা রাতে (তাহাজ্জুদ) সালাত আদায় করে, দিনে (নফল) সিয়াম পালন করে এবং সাদাকাহ দেয় কিন্তু তার জিহ্বা (কথা) দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই সে জাহান্নামী। অন্য মহিলা শুধু ফারজ সালাত আদায় করে ও সামান্য পনির সাদকাহ করে তবে সে কাউকে কষ্ট দেয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে মহিলা জান্নাতী। আদাবুল মুফরাদ ১১৯, আহমাদ, হাকিম, মিশকাত, সহীহাহ সহীহ

জাবির ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট

থেকে দূরতম হবে তারা; যারা সারসার (অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে যারা) ও মুতাশাদ্দিক (বা আলস্য ভরে টেনে টেনে কথা বলে যারা) এবং যারা মুতাফাইহিক লোক; সাহাবায়ে কিরাম বললেন, সারসার এবং মুতাশাদ্দিক তাদেরকে তো চিনলাম; কিন্তু মুতাফাইহিক কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অহংকারীরা । তিরমিযী ২০১৮, সহীহাহ ৮৪, ৭৯১, সহীহুল জামে ২২০১ হাসান

*** উপরোক্ত হাদিস গুলোতে যেসব ভাল গুণের কথা উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো অর্জনের শতভাগ চেষ্টা করুন ও যেসব খারাপ গুণ গুলোর কথা অবগত হয়েছেন তা বর্জনে পুরোপুরি সচেষ্ট হন । নতুবা মনে রাখবেন, এই খারাপ গুণ গুলো বর্জনে সক্ষম না হওয়া ও এর উপর কায়েম থাকা বা সঠিক নিয়মে তাওবাহ না করে মৃত্যবরণ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে ।

নির্বাচিত হাদিস -১৯

আবু তুফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব ؓ -এর নিকট উপস্থিত ছিলাম । এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বললো, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে গোপনে কি বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, আলী ؓ রেগে গেলেন এবং তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেল । তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানুষের নিকট থেকে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কিছু বলেননি । তবে তিনি আমাকে চারটি কথা বলেছেন । বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি বললো- হে আমীরুল মুমিনীন! সে চারটি কথা কি কি! তিনি বললেন, ১. যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে লানত করে, আল্লাহ তাকে লানত করেন; ২. যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করে আল্লাহ তার উপরও লানত করেন; ৩ ঐ ব্যক্তির উপরও আল্লাহ লানত করেন, যে কোন বিদআতী ব্যক্তিকে আশ্রয় দেয় এবং ৪. যে ব্যক্তি জমিনের (সীমানার) চিহ্ন সমূহ পরিবর্তন করে, তার উপরও আল্লাহ লানত করেন । মুসলিম ৪৮৭৬, নাসায়ী ৪৪২৭

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ؓ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে, সে খাঁটি মুনাফিক বলে গণ্য হবে । আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে । সে স্বভাবগুলি হল, ১. তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে; ২. সে কথা বললে মিথ্যা বলে; ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪. ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে গালি দেয় । বুখারী ৩৪২, মুসলিম ৫৮, তিরমিযী ২৬৩২, নাসায়ী ৫০২০, আবু দাউদ ৪৬৮৮

মুসলিমে রয়েছেঃ যদিও সে রোযা রাখে, সালাত পড়ে এবং নিজেকে মুসলিম মনে করে ।

*** এখানে লক্ষ্যনীয় যে, রাসূলাল্লাহ ﷺ যুগে যারাই মুনাফিক ছিল তারা সাধারণত অধিকাংশই আক্বীদাহগত মুনাফিক ছিল । বর্তমানে কার মধ্যে এ গুলোর কোন একটি বা একাধিক পাওয়া গেলে আর সে যদি আক্বীদাহগত মুনাফিক না হয় তবে তাকে মুনাফিক বলা বা সাব্যস্ত করা যাবে না তবে নিশ্চয় এগুলো মহাকাবীরাহ গুনাহ ও মুনাফিকী স্বভাব ।

আবু মালেক আল আশআরী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের কতক সম্প্রদায় এমন হবে, যারা জিনা করা, রেশমী কাপড় পরিধান করা, মদ পান করা ও গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে । ... বুখারী ৫০৭৬, ৫৫৯০

আবু মূসা আশআরী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে জাহিলিয়াতের চারটি স্বভাব রয়েছে যা তারা ত্যাগ করবে না । ১. বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব; ২. অন্যের বংশকে নিয়ে কটাক্ষ; ৩. গ্রহ-নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা ও ৪. মৃতদের জন্য বিলাপ করা । রাসূলুল্লাহ ﷺ আরোও বলেন, বিলাপকারিনী যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিনে তাঁকে দাঁড় করানো হবে, তখন তার দেহে আলকাতরার আবরণ এবং খসখসে লোহার পোষাক থাকবে । মুসলিম ২০৩৩, সহীহাহ ৯৪৪, ৭৩৪

*** ইনশা আল্লাহ উপরোক্ত খারাপ গুণ গুলো যেকেউ সার্বিকভাবে নিজ থেকে শতভাগ ত্যাগ করতে সক্ষম হলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট সাফল্য লাভ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই । উপরোক্ত একটি খারাপ গুণও কারো মধ্যে পাওয়া গেলে ও বিনা তাওবায় মারা গেলে দুনিয়া ও বিশেষত আখিরাতের প্রায় প্রতিটি ধাপে তার শাস্তি অনেকটাই নিশ্চিত (তবে আল্লাহ ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা তাই বলে কেউ এগুলো করতে থাকবে তা কিন্তু নয়)।

নির্বাচিত হাদিস -২০

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, .. হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকহারে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) খাবার দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর এবং লোকেরা যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর । তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তিরমিযী ২৪৮৫, ইবনু মাজাহ ১৩৩৪, ৩২৫১, দারিমী ১৪৬০ , ইরওয়াহ ৩/২৩৯, সহীহুত তারগীব ৬১২, সহীহাহ ৫৬৯ সহীহ

আনাস رضي الله عنه ও আবদুর রহমান বিন আউফ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদ্বানের সিয়াম রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থান (সমূহের) হেফাজত করে ও নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আহমাদ ১৫৭৩, ১৬৬১, সহীহুল জামে ৬৬০, ইবনু হিব্বান, সহীহুত তারগীব, আবু নাঈম, মিশকাত ৩১১৫ সহীহ

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ আমল মানুষকে অধিকহারে জান্নাতে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র । আর তাঁকে (এটাও) জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন কাজটি মানুষকে অধিকহারে জাহান্নামে নিয়ে যাবে? তিনি বললেন, মুখ ও যৌনাঙ্গ তথা লজ্জাস্থান (অর্থাৎ উভয় দ্বারা সংঘটিত পাপ)। তিরমিযী ২০০৪, ইবনু মাজাহ ৪২৪৬, আহমাদ ৭৮৪৭, ৮৮৫২, ৯৪০৩, সহীহাহ ৯৭৭ সহীহ

আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আজ তোমাদের মধ্যে কে সিয়াম (রোযা) পালনকারী? আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, আমি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে জানাযার সাথে চলেছ (সালাত আদায় করেছ)? আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, আমি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে একজন মিসকীনকে আহার করিয়েছ? আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, আমি । রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে আজ কে একজন রোগীকে দেখতে গিয়েছে? আবু বাকর رضي الله عنه বললেন, আমি । অতপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার মাঝে এ কাজ গুলোর (একই দিনে) সমাবেশ ঘটে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ২২৪২, ৫৮৮০

*** উপরোক্ত চারিত্রিক গুণ ও রত্নসদৃশ্য আমাল গুলো নিজের মধ্যে স্থাপন করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যান যা ইনশা আল্লাহ আপনার জান্নাতের পথকে সুগম করবে।

নির্বাচিত হাদিস -২১

আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অন্তরের দৃঢ়তা অর্জনের পূর্বে কোন বান্দা ঈমানের দৃঢ়তা অর্জন করতে পারে না। আর জিহ্বার (জবানের) দৃঢ়তা অর্জনের পূর্বে কোন বান্দা ঈমানের দৃঢ়তাও অর্জন করতে পারে না। যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আহমাদ ৩/১৯৮, সহীহাহ ১৯৮, ২৮৪১ হাসান

আবু উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমান কি? (ঈমানে বিশুদ্ধতার পরিচয় কি?) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দিবে ও অসৎকাজ তোমাকে কষ্ট দিবে তখন তুমি মুমিন । সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, অসৎকাজ (গুনাহ) কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন কোন কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে, তখন (মনে করবে যে সেটা মন্দ কাজ এবং) তা ছেড়ে দিবে । আহমাদ, হাকিম, তাবারাণী, সহীহাহ ৯৩৯, ৫৫০ হাসান

শাহর ইবনে হাওশাব হতে ﵁ বর্ণিত, আমি উম্মে সালামাহ ﵂ -কে বললাম, হে মুমিন জননী! আল্লাহ -র রাসূল যখন আপনার নিকট অবস্থান করতেন, তখন কোন দোআ তিনি অধিক মাত্রায় পাঠ করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিকাংশ এই দোআ পড়তেন, ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূব সাব্বিত ক্বালবী আলা দীনিক । অর্থাৎ হে হৃদয়সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ । উম্মে সালামাহ ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ –কে বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অধিকাংশ সময় এই দুআটি কেন পাঠ করেন? তিনি বললেন, হে উম্মে সালামাহ! এরূপ কোন মানুষ নেই যার অন্তর আল্লাহ তাআলার দুআ আঙ্গুলের মধ্যবর্তীতে অবস্থিত নয় । যাকে ইচ্ছা তিনি (দ্বীনের উপর) স্থীর রাখেন আর যাকে ইচ্ছা (দ্বীন হতে) বিপথগামী করেন । .. তিরমিযী ৩৫২২, আহমাদ ২৫৯৮০, ২৬০৩৬, ২৬১৩৯, যিলালুল জান্নাহ ২২৩ সহীহ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমি যে সৎকাজ করছি এটা বুঝব কিভাবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার প্রতিবেশীদেরকে যখন বলতে শুনবে যে, তুমি সৎকাজ করেছ তখন (বুঝবে যে) তুমি সৎকাজ করেছ । আর যখন তাদেরকে বলতে শুনবে যে, তুমি অন্যায় করছ তখন (বুঝবে যে) তুমি অন্যায় করছ । হাকিম, ইবনু হিব্বান, মিশকাত ৪৯৮৮, সহীহাহ ৯৪০, ১৩২৭ হাসান

* এখানে লক্ষণীয় যে, প্রতিবেশী যদি মূর্খ বা খারাপ হয় আর ভাল কাজকে খারাপ বা ভুল বলে অথবা শত্রুতা থাকায় হিংসা করে মিথ্যা বলে তখন এই হাদিস প্রযোজ্য না।

*** উপরোক্ত হাদিস গুলো নিয়ে গভীর মনে চিন্তা করে আপনার করণীয় ঠিক করুন ও বর্জনীয় গুলো বর্জন করুন । ইনশা আল্লাহ, উপরোক্ত হাদিস গুলোর উপর প্রকৃত বা সার্বিকভাবে আমাল প্রাথমিকভাবে যেকোন মুসলিম বা মুমিনের জীবনে বিরাট ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসবে এতে কোন সন্দেহ নেই । আমার কথার বাস্তবতা আপনারা পাবেন আবারও বলছি

হাদিস গুলো নিয়ে গভীর মনে চিন্তা করুন ও আজ এখন থেকেই অন্যান্য হাদিসের পাশাপাশি এই হাদিস গুলোর উপরও আমাল করুন ।

নির্বাচিত হাদিস -২২

আবু ঈসা মুগীরা ইবন শুআবাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কাজকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, সৎপথে দান বন্ধ করা ও (মানুষের কাছে) অধিক প্রার্থনা করা এবং কন্যাকে জীবন্ত কবর দেয়া । আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); অহেতুক কথা বলা, অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা । বুখারী ২৪০৮, মুসলিম ৫৯৩, নাসায়ী ১৩৪১, আবু দাউদ ১৫০৫, আহমাদ ১৭৬৭৩

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস পছন্দ করেন এবং তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন । তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর, তার সঙ্গে কোন কিছুকে অংশী স্থাপন করো না এবং আল্লাহ -র রজ্জুকে জামাআত বদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর ও দলে দলে বিভক্ত হয়ো না । আর তিনি তোমাদের জন্য যা অপছন্দ করেন তা হল, অহেতুক আলোচনা-সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া, অধিক প্রশ্ন করা এবং ধন-সম্পদ বিনষ্ট করা । মুসলিম ১৭১৫, আহমাদ ৮১৩৪, ৮৫০১, ৮৫৮১, মুয়াত্তা ১৮৬৩

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী ও তিনটি জিনিস ধ্বংস সাধনকারী । মুক্তিদানকারী জিনিস গুলো হল- ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ তাআলা -কে ভয় করা; ২. সুখে-দুঃখে উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ৩. সচ্ছল (ধনী) ও অসচ্ছল (দারিদ্র্য) উভয় অবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা । আর ধ্বংস সাধনকারী জিনিস গুলো হল- ১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া (নিজ খেয়াল-খুশি মত করা); ২. লোভ-লালসার দাস বা কৃপণ হওয়া এবং ৩. কোন ব্যক্তি আত্ম-অহমিকায় (অহংকারে) লিপ্ত হওয়া আর তা-ই হল সর্বাপেক্ষা জগন্য । বায়হাকী শুয়াবুল ঈমান ৫/৪৫২- ৭২৫২, মিশকাত ৫১২২ হাসান

*** উপরোক্ত হাদিসটিকে কেউ কেউ যয়ীফও বলেছেন তবে এখানে যেগুলোকে মুক্তিদানকারী ও ধ্বংস সাধনকারী বলা হয়েছে এগুলো অবশ্যই মুক্তিদানকারী ও ধ্বংস সাধনকারী এতে কোন সন্দেহ নেই যা অন্যান্য বহু সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

আবু আওয়ালা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মাতের জন্য তিনটি জিনিসের ভয় করছি (সেগুলো হল)- ১. কৃপণতার

আনুগত্য করা; ২. প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং ৩. পথভ্রষ্ট নেতা। সহীহাহ ১৫৮, ৩২৩৭ সহীহ

*** উপরোক্ত খারাপ গুণ গুলোর কোন একটিও কার মধ্যে থাকলে (হারাম যেগুলো) এটা তার দুনিয়া ও বিশেষত আখিরাত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্থ করার কারণ হতে পারে। আর যেগুলো অপছন্দনীয় বলা হয়েছে সেগুলো করলে খুব একটা ক্ষতি হবে না তা কিন্তু নয় বরং প্রকৃত হিদায়াত প্রাপ্ত মুমিনদের অন্যতম গুণ গুলোর একটি হল আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর পক্ষ থেকে কোন বিষয় সঠিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর সে বলবে শুনলাম ও মেনে নিলাম অত:পর সে করণীয় গুলো করবে ও বর্জনীয় গুলো বর্জন করবে। আর যদি বিপরীতটা করে তাহলে এর পরিণামও অত্যন্ত ভয়াবহ আখিরাতের প্রতিটি ধাপে (যদি সঠিক নিয়মে তাওবা না করে মারা যায়)।

নির্বাচিত হাদিস -২৩

মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হল ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের করে) দেখে যে, আঙ্গুলটিতে সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরল। মুসলিম ২৮৫৮, তিরমিযী ২৩২৩, ইবনু মাজাহ ৪১০৮, আহমাদ ১৭৫৪৭-৪৮

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুর কথা স্মরণ কর। তিরমিযী ২৩০৭, ইবনে মাজাহ ৪২৫৮, নাসায়ী ১৮২৪, আহমাদ ৭৮৬৫, মিশকাত ১৬১০, ইরওয়াহ ৬৮২ সহীহ

উসমান বিন আফফান ﵁ যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন তখন এতো কাঁদতেন যে, তার দাঁড়ি ভিজে যেতো। তাকে বলা হলো, আপনি যখন জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্মরণ করেন তখন তো এভাবে কান্নাকাটি করেন না, অথচ কবর দেখলেই এরূপ কাঁদেন! তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় কবর হলো আখেরাতের ধাপ সমূহের সর্বপ্রথম ধাপ। কেউ যদি এখান থেকে মুক্তি পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিল গুলো কবরের চেয়েও সহজতর হবে। আর সে যদি এখান থেকে মুক্তি না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিল গুলো আরোও ভয়াবহ হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কখনও এমন কোন দৃশ্য অবলোকন করিনি যার তুলনায় কবর অধিক ভয়ংকর নয়। তিরমিযী ২৩০৮ , ইবনে মাজাহ ৪২৬৭, আবু দাউদ ৩২২১, মিশকাত ১৩২, সহীহুত তারগীব ৩৫৫০, তাখরীজুল মুখতার ১৬৬ সহীহ

আবু সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন জানাযা খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা তথা পুরুষরা কাঁধে বহন করতে শুরু করে, তখন সে নেককার হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও! আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও! আর বদকার হলে সে বলতে থাকে, হায় ধ্বংস আমার! তোমরা আমাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া সবাই তার শব্দ শুনতে পায় । মানুষ তা শুনলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলত (বা মারা যেত) । বুখারী ১৩১৪, ১৩৮০, নাসায়ী ১৯০১, আহমাদ ১০৯৭৯

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যায়- তার আত্মীয়-স্বজন, তার মাল ও তার আমল । অতঃপর দুইটি জিনিস ফিরে আসে এবং একটি জিনিস রয়ে যায় । তার আত্মীয়-স্বজন ও তার মাল ফিরে আসে এবং তার আমল (তার সঙ্গে) রয়ে যায় । বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০, তিরমিযী ২৩৭৯, নাসায়ী ১৯৩৭, আহমাদ ১১৬৭০

*** উপরের হাদিস গুলো থেকে জানা গেল, এই পৃথিবী আখিরাতের তুলনায় খুবই সংক্ষিপ্ত । কবরই আখিরাতের প্রথম ধাপ; এই ধাপটি নিরাপদে পাড় হতে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ –এর আনুগত্য করা অত্যাবশ্যক । আর এই আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ তখনই হবে যখন কেউ আল-কুরআন ও সহীহ হাদিসের নিঃশর্ত অনুসরণ, অনুকরণ করবে । মৃত্যুর কথা বিভিন্ন সময় স্মরণ করুন এতে আল্লাহ তাআলার হক, বান্দার হক ও জীবের হকের ব্যাপরে আত্মসচেতন হবেন । ইনশা আল্লাহ, নেক আমলই আখিরাত জীবনে নাজাতের জন্য সহায়ক হবে সুতরাং ...

নির্বাচিত হাদিস -২৪

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ -র সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করেন । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ -র সাথে সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করেন । বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ -র সাথে সাক্ষাত অপছন্দ করা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করা । অতএব আমাদের সকলেই তো মৃত্যুকে অপছন্দ করে । তিনি বললেন, তা নয়, বরং এটা মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার । যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ -র রহমাত ও ক্ষমার সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ -র সাক্ষাৎ লাভকে পছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন । আর যখন কোন বান্দাকে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ দেয়া হয়, তখন সে আল্লাহ -র সাক্ষাৎ অপছন্দ করে এবং আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন । মুসলিম ১৫৭, তিরমিযী ১০৬৭, নাসায়ী ১৮৩৪, ইবনে মাজাহ ৪২৬৪ ..

ইবনে উমার رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যে কেউ মারা গেলে তার সামনে (কবরে) সকাল-সন্ধ্যায় তার বসবাসের ঠিকানা তুলে ধরা হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাতে তার স্থান দেখানো হয় এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নামে তার স্থান দেখানো হয়। তাকে বলা হয়, কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানোর পর থেকে এটাই হবে তোমার আবাস। বুখারী ১৩২, মুসলিম ২৭৬৬, তিরমিযী ১২৯০, নাসায়ী ১০৭১, ইবনে মাজাহ ৪২৭০, আহমাদ ৬০২৩, মুয়াত্তা ৫৬৪, মিশকাত ১২৭ ..

জাবির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন (মুমিন) মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তার নিকট মনে হয় যেন সূর্য্য ডুবছে। তখন সে তার হাত দিয়ে চুখ মুছতে মুছতে উঠে বসে এবং (ফিরিশতাদের) বলে যে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সালাত আদায় করব। ইবনে মাজাহ ৪২৭২, মিশকাত ১৩৮, আয-যিলাল ৮৯৭ হাসান

* আপনার কি ধারণা কোন বেনামাযী কি কবরের মত স্থানে গিয়ে এরকম বলবে ???

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুইটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, ঐ দুই কবর-বাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না। (তারপর বললেন) হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন চুগলখুরী করে বেড়াত আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না। বুখারী ৬০৫২, মুসলিম ২৯২, তিরমিযী ৭০, নাসায়ী ২০৬৮, আবু দাউদ ২০, ইবনু মাজাহ ৩৪৭ ..

*** ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধের জন্য আযাব দেয়া হচ্ছে না -এর ব্যাখ্যায় উলামাগণ বলেন, এর মানে তাদের দুই জন এগুলোকে বড় অপরাধ ভাবত না। কারো মতে, এগুলো এমন অপরাধ ছিল না, যা ত্যাগ করা তাদের জন্য খুব কঠিন ছিল। অথচ এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই সহজ একটু খেয়াল রাখলেই। মনে রাখবেন অনেক কবরের আযাব হয় পেসাবের ছিটার কারণেই সুতরাং সাবধান।

*** কয়বার গভীর মনে ভেবে দেখেছেন, কি হবে আমার যখন কবরে প্রশ্নের সম্মুক্ষিণ হব ??? (কবরে প্রশ্ন সংক্রান্ত হাদিস গুলো আছে তাহক্বীক মিশকাত ১২৫--১৩১< নং হাদিসে; সংক্ষিপ্ত করতে আর লিখলাম না)।

সুতরাং মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করুন

নির্বাচিত হাদিস -২৫

মিকদাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টজীবের এত কাছে করে দেয়া হবে যে, তার মধ্যে এবং সৃষ্টজীবের মধ্যে মাত্র এক মাইলের ব্যবধান থাকবে । মিক্দাদ ﵁ থেকে বর্ণনাকারী সুলাইম ইবন আমির রাহ: বলেন, আল্লাহ তাআলার কসম! আমি জানিনা যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মীল শব্দের কী অর্থ নিয়েছেন, জমিনের দূরত্ব (মাইল), নাকি (সুরমাদানীর) শলাকা যার দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো হয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্য্য তাদের গলিয়ে দেবে । সুতরাং মানুষ নিজ নিজ আমল (গুনাহ) অনুযায়ী ঘামে হাবুডুবু খাবে । আর তা (ঘাম) কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কার কোমর পর্যন্ত এবং কার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে লাগামের মত বেষ্টন করবে; এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মুখের দিকে ইশারা করলেন । মুসলিম ২৮৬৪, তিরমিযী ২৪২১, আহমাদ ৯৩৩০, সহীহাহ ১৩৮২

আয়িশা ﵂ বলেন, (একদা) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামাতের দিন হাশরের ময়দানে মানবজাতিকে কি অবস্থায় সমবেত করানো হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন । আমি বললাম নারীরাও? তিনি বললেন, নারীরাও । আয়িশা ﵂ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়িশা! তখনকার অবস্থা হবে খুবই ভয়ংকর । কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার মত অবস্থায় থাকবে না । বুখারী ৬৫২৭, মুসলিম ২৮৫৯, নাসায়ী ২০৮৩-৮৪, ইবনু মাজাহ ৪২৭৬, আহমাদ ২৩৭৪৪

নুমান ইবনে বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তিকে জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে কম শাস্তি দেয়া হবে তার পায়ের তালুর নিচে দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে । এতে তার মগজ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটতে থাকবে । সে ভাববে, তার চেয়ে কঠিন শাস্তি অন্য কেউ ভোগ করছে না অথচ তারই সবচেয়ে কম শাস্তি হচ্ছে । বুখারী ৬৫৬১-৬২, মুসলিম ২১৩, তিরমিযী ২৬০৪, সহীহাহ ১৬৮০

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের দিন যার কাছ থেকে হিসাব হিসাব নেয়া হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে । আয়িশা ﵂ বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা কি বলেননি, আর তার হিসাব নেয়া হবে সহজ ভাবে । সূরা ইনশিক্বাক (৮৪) : ০৮; রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, তা কেবল আমলের হিসাব প্রকাশ করা । কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নেয়া হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । আল-লু'লু ওয়াল মারজান ১৮২৭

*** উপরোক্ত হাদিস গুলোতে কিয়ামাতের দিনের স্বরূপ সংক্ষিপ্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়াও সবচেয়ে কম শাস্তিও যে কত ভয়াবহ কষ্টের হবে তা-ও সুস্পষ্ট। যারা উদাসীন থেকে গুনাহ্ করেই যাচ্ছে তারা কি একবারও একথা ভেবে দেখে না যে, আজ দুনিয়ার জীবনে (সত্তর ভাগের এক ভাগ) আগুণে অল্প সময়ও শরীরের কোন অঙ্গ রাখা যায় না তার কি হবে যখন বাসস্থান হবে আগুণ বা অবিরত শরীরের কোন অংশেও আগুণের শাস্তি??? আখিরাত সম্পর্কে কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে জানতে পড়ুন আমার লেখা আখিরাত সম্পর্কিত ৪/৫টি সংক্ষিপ্ত লিখনী।

নির্বাচিত হাদিস -২৬

উসামাহ ইবনে যায়েদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে অধিক বিপর্যয়কারী অন্য কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না। বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০, তিরমিযী ২৭৮০, ইবনু মাজাহ ৩৯৯৮, সহীহা ২৭০১

আবু সাঈদ খুদরী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় দুনিয়া সবুজ-শ্যামল ও লোভনীয়। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত করে দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ করছ? অতএব তোমরা (যদি সফলকাম হতে চাও তাহলে) দুনিয়ার ধোঁকা থেকে সতর্ক হও এবং নারীর (ফিৎনা সম্পর্কেও) সতর্ক হও। কারণ, বানী ইসরাঈলের সর্বপ্রথম ফিৎনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল। মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনু মাজাহ ৪০০০, আহমাদ ১০৭৫৯, ১১০৩৪

ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহরামের উপস্থিতি ব্যতিত কোন পুরুষ যেন কোনো মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে। বুখারী ১৮৬২, ৩০০৬, ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১, ইবনু মাজাহ ২৯০০, আহমাদ ১৯৩৫, ৩২২১

আলী ﵁ -কে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, হে আলী, একবার কোন (বেমাহরাম) নারীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাঁকাবে না। কেননা প্রথম দৃষ্টি ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা জায়িয নয়। তিরমিযী ২৭৭৭, আবু দাউদ ২১৪৯, আহমদ ২২৯৯১, হিজাবুল মারয়াহ ৩৪, মিশকাত হাসান

*** উপরোক্ত হাদিসে অনিচ্ছায় দেখা অর্থে বুঝানো হয়েছে। অবশ্যই মনে রাখবেন, ইচ্ছে করে একবারও কোন বেমাহরাম (যাদের বিয়ে করা বৈধ) নারী বা পুরুষ একে অন্যকে দেখার অনুমতি নেই। তবে বিয়ের জন্য বেমাহরাম নারী বা পুরুষ একে অন্যকে পর্দার সাথে মাহরামের উপস্থিতিতে

দেখা বৈধ যা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ।
ইবনে আব্বাস ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষের বেশ ধারণকারী নারীদেরকে অভিশাপ করেছেন । অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষদেরকে এবং পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন । বুখারী ৫৮৮৫, তিরমিযী ২৭৮৪, আবু দাউদ ৪৯৩০, ইবনু মাজাহ ১৯০৪, আহমাদ ৩৪৪৮, দারিমী ২৬৪৯
*** যুগে যুগে যেসব কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্র বিপর্যয়, ধ্বংস ও পথভ্রষ্ট হয়েছিল, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অসন্তুষ্টি ও শাস্তি এসেছিল তাদের অন্যতম কারণ গুলোর একটি হল নারী সংঘঠিত পাপ যেখানে ছিল নারীদের বেপর্দা চলা, বেহায়াপনা, জিনা তথা অশ্লীলতার প্রতি আহবান বা সম্মতি, নারীদের প্রতি (বিবাহ ছাড়া) আকৃষ্টতা, অবাধ চলাফেরা এবং তৎসংশ্লীষ্ট খারাপ দিক গুলো । তাই আমাদের কারো দ্বারা যেন এসবের কোনটিও না হয় সে দিকে শতভাগ সতর্ক থাকতে হবে নতুবা দুনিয়া ও বিশেষত আখিরাতে চরম চরম পরিণতির সম্মুক্ষিণ হতেই হবে এতে কোন সন্দেহ নাই (তবে সঠিক নিয়মে তাওবা করলে ভিন্ন কথা) । আরেকটি জরুরি কথা, যারা পরে তাওবা করবেন বলে অবৈধ ভাবে যৌন ক্ষুধা ভোগ করছে তারা মূলত মহান আল্লাহ তাআলার সাথে তামাসাই করছে যার পরিণাম .... ???

নির্বাচিত হাদিস -২৭

আব্দুললাহ ইবনে মাসঊদ ﵁ বলেন, আল্লাহ -র অভিশাপ হোক সেই সব নারীদের উপর, যারা দেহাঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে, যারা উৎকীর্ণ করায় এবং সে সব নারীদের উপর যারা ভ্রূ চেঁছে সরু (প্লার্ক) করে, যারা দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, যারা আল্লাহ -র সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন আনে । জনৈক মহিলা এ ব্যাপারে তাঁর (ইবনে মাসঊদ ﵁ -এর) প্রতিবাদ করলে তিনি বললেন, আমি কি তাকে অভিসম্পাত করব না, যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিসম্পাত করেছেন এবং তা আল্লাহ-র কিতাবে আছে? আল্লাহ তাআলা বলেছেন, রসূল যে বিধান তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাক (সূরা হাশর : ০৭) । বুখারী ৪৮৮৬, মুসলিম ২১২৫, তিরমিযী ২৭৮২, নাসায়ী ৫১০৭-৯,আবু দাউদ ৪১৬৯, ইবনে মাজাহ ১৯৮৯
ইবনে উমার ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পরচুলা (নকল চুল) যে মহিলা লাগিয়ে দেয় এবং যে পরচুলা লাগায় আর যে মহিলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে উলকি উৎকীর্ণ করে ও যে উলকি উৎকীর্ণ করতে বলে তাদেরকে অভিশাপ

করেছেন । বুখারী ৫৯৩৭, মুসলিম ২১২৪, তিরমিযী ১৭৫৯, নাসায়ী ৩৪১৬, আবু দাউদ ৪১৬৮

আবু হুরাইরাহ ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই প্রকার জাহান্নামী লোক যাদেরকে আমি (এখনও) দেখিনি; ১. এমন এক সম্প্রদায় যাদের কাছে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে, যা দিয়ে তারা জনগণকে প্রহার করবে; ২. এমন এক শ্রেণীর মহিলা, যারা (এমন নগ্ন) পোশাক পরিধান করবে যে উলঙ্গ থাকবে, (পর পুরুষকে) নিজেদের প্রতি আকর্ষণ করবে ও নিজেরাও (পর পুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট হবে । তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুজের মত । এ ধরনের মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না এবং জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না । অথচ জান্নাতের সুগন্ধ বহু বহু দূরত্বের পথ থেকে পাওয়া যাবে । মুসলিম ২১২৮, আহমাদ ৮৪৫১, ৯৩৩৮

*** উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, তারা এমন পোশাক পরবে, যাতে তাদের দেহের কিছু অংশ ঢাকবে এবং সৌন্দর্য প্রকাশের জন্য কিছু অংশ বের করে রাখবে । অথবা তারা এমন পাতলা পোশাক পরিধান করবে, যাতে তাদের শরীর বা চামড়ার রঙ বুঝা যাবে । তাদের মাথা হবে উটের হেলে যাওয়া কুজের মত অর্থাৎ মাথার চুলের সাথে (পরচুলা বা বস্ত্রখণ্ডের) ট্যাসেল বেঁধে বড় করে খোঁপা বাঁধবে । এরা সবাই জাহান্নামী হবে তবে এখনও সঠিক নিয়মে তাওবা করলে ভিন্ন কথা ।

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রতিটি চোখই জিনাকারী; কোন মহিলা যদি সুগন্ধি লাগিয়ে কোন মাজলিসের পাশ দিয়ে যায় তবে সে জিনাকারিনী । তিরমিজি ২৭৮৬, নাসাঈ ৫১২৯, তাখরীজুল ঈমান লি আবী উবাইদ ৯৬/১০০, হিজাবুল মারয়াহ ৬৪, তাখরীজুল মিশকাত ৬৫ হাসান

*** অবশ্যই মনে রাখা দরকার, উপরোক্ত একটিও খারাপ গুণ কার মধ্যে থাকলে সালাত, সিয়াম .. প্রাথমিক ভাবে কোন কাজে আসবে না ও মৃত্যু থেকেই আখিরাতের বিভিন্ন ধাপে শাস্তি পেতেই হবে (তবে সঠিক নিয়মে তাওবা করলে ভিন্ন কথা) । উপরোক্ত বিষয়ে .... জানতে পড়ুন আমার এই লিখানী- ইসলামে পর্দার আবশ্যকতা ।

নির্বাচিত হাদিস -২৮

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেয়া হয়েছিল । সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল । সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি

দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে। বুখারী ২৩৬৫, মুসলিম ২২৪২, দারেমী ২৮১৪

সুরাকা ইবনে জুশুম ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আমার উটের জন্য পানির যে চৌবাচ্চা তৈরি করেছি, পথ ভুলে আসা উটও তার পানি পান করে। আমি যে সেটিকে পানি পান করতে দিলাম, তাতে কি আমার নেকী হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন হ্যাঁ, প্রতিটি কলিজাধারী প্রাণীর (উপকারের) জন্য নেকী রয়েছে। ইবনে মাজাহ ৩৬৮৬, আহমাদ ১৭১৩১, তালীকুর রাগীব, সহীহা ২১৫২ হাসান

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দয়ালুদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করেন। যারা জমিনে বসবাস করছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। দয়া রাহমান হতে আগত। যে লোক দয়ার সম্পর্ক বজায় রাখে, আল্লাহ তায়ালা-ও তার সাথে নিজ সম্পর্ক বজায় রাখেন। যে লোক দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তায়ালা-ও তার সাথে দয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিরমিযী ১৯২৪, আবু দাউদ ৪৯৪১, আহমাদ, সহীহাহ ৯২২ সহীহ

আবু হুরাইরাহ ﵁ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক অবশ্যই আদায় করা হবে। এমনকি শিংবিহীন ছাগলকে শিংযুক্ত ছাগলের নিকট থেকে বদলা দেয়া হবে। মুসলিম ২৫৮২, তিরমিযী ২৪২০, আহমাদ ৭১৬৩

*** ইসলামে এই তিনটি হক অত্যন্ত জরুরি- ১. আল্লাহ তাআলার হক; ২. বান্দার হক এবং ৩. জীবের হক। এই সৃষ্টি জগতের যেকোন সৃষ্ট জীবকে বিনা কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। যদি মৃত না হয় তবে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি যেগুলো খাওয়া হালাল সেগুলো আল্লাহ তাআলার নামে জবেহ করে খাওয়া যাবে কিন্তু বিনা কারণে এদের কষ্ট দেয়া যাবে না। গৃহপালিত যেসব জীব রয়েছে তাদের খাবার দিতে হবে এছাড়া তাদের প্রয়োজনীয় দিক গুলো খেয়াল রাখতে হবে। কোন জীবকেই কষ্টদায়ক বস্তু দিয়ে তাঁক বা নিশানা করা, বেধর পিটানো, দাগানো, কষ্ট দিয়ে হত্যা করা, বিনা কারণে আগুণ দিয়ে জালানো, গৃহপালিত যেসব জীব আছে তাদের খাবার না দেয়া .. তৎসংশ্লীষ্ট এসব ই ইসলামে নিষিদ্ধ এবং তা অমান্য করলে আল্লাহ তাআলার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ অভিষাপ এমনকি জাহান্নামের শাস্তির সম্মুক্ষিণ হতে হবে যা বহু সহীহ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত (সংক্ষেপ্ত করতে এখানে সেই সব হাদিস নিয়ে আসলাম না)। অবশ্যই মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট জীবদের বিনা কারণে কষ্ট দিয়ে (ও তাওবা না করে মারা গেলে) প্রাথমিক ভাবে জান্নাতে যাওয়া অনেকটাই অনিশ্চিত। এবিষয়ে

আরও জানতে পড়ুন আমার এই লিখনীটি- সামান্য কথা বা কাজও হতে পারে আপনার জন্য ভয়ংকর পরিণতি তথা শাস্তির কারণ??? ১২-১৪ পৃ:

নির্বাচিত হাদিস -২৯

আবু হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ চিন্তা-ভাবনা না করে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘটে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্বে জাহান্নামে গিয়ে পতিত হয় । বুখারী ৬৪৭৭, মুসলিম ২৯৮৮, তিরমিযী ২৩১৪, ইবনে মাজাহ ৩৯৭০, আহমাদ ৭১৭৪, সহীহাহ ৫৪০

ইবনে মাজাহ ও তিরমিযীতে, .. সত্তর বছর ধরে সে জাহান্নামে পতিত হতে থাকবে ।

.... বিলাল ইবনে হারেস মুযানী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ অবশ্যই আল্লাহ তাআলার সন্তোষমূলক কথা বলে অথচ তার প্রতিদান সম্পর্কে সে চিন্তা করে না, আল্লাহ তার এই কথার দরুন কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য সন্তুষ্টি লিখে দেন । পক্ষান্তরে তোমাদের কেউ আল্লাহ তাআলার অসন্তোষমূলক এমন কথা বলে, যার পরিণতি সম্পর্কে সে চিন্তাও করে না, আল্লাহ তাআলা তার এই কথার দরুন কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত তার জন্য অসন্তুষ্টি লিখে দেন । ... তিরমিযী ২৩১৯, ইবনে মাজাহ ৩৯৬৯, আহমাদ ১৫৪২৫, মুয়াত্তা ১৮৪৮, সহীহাহ ৮৮৬

আবুল আসক্বা ওয়াসিলাহ ইবনে আসক্বা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে অপরের পিতাকে নিজ পিতা বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি (অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে ।) অথবা আল্লাহ -র রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেননি তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে । বুখারী ৩৫০৯, আহমাদ ১৫৫৭৮, সহীহাহ ৮৬, ৩০৬৩

ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্ন ব্যক্ত করল, যা সে দেখেনি (কিয়ামতের দিনে) তাকে দুইটি যব দানার মাঝে সংযোগ সাধন করতে আদেশ করা হবে; কিন্তু সে তা কস্মিনকালেও তা পারবে না । যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্ঠীর (বা কারো) কথা শুনার জন্য কান পাতে, যা তারা আদৌ পছন্দ করে না, কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে । আর যে ব্যক্তি কোন (মূর্তি, প্রাণী বা মানুষের) ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাকে মর্মান্তিক শাস্তি দেয়া হবে এবং তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদেশ করা হবে অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না । বুখারী ২২২৫, মুসলিম ২১১০, তিরমিযী ১৭৫১, নাসায়ী

৫৩৫৮, আবু দাউদ ৫০২৪, ইবনু মাজাহ ৩৯১৬, আহমাদ ২২১৪, সহীহুল জামে ৬১৩৯

*** কথা বলতে শতভাগ সতর্কতা, সঠিকতা ও সত্যবাদীতার নীতি অবলম্বন করুন । আর যদি তা হয় কুরআন ও হাদিসের কথা তবে তো আরও মহা সতর্কতা, সঠিকতা এবং সত্যবাদীতার নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক । আজ অনেক নামদারী দায়ীকেই এব্যাপারে উদাসীন দেখা যায় অথচ এই উদাসীনতাই তাকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্তি করবেই যা প্রায় একশো টির কাছাকাছি সমার্থক সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত । উপরোক্ত সহীহ হাদিস গুলোতে উল্লেখিত যেকোন একটিও খারাপ গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে তা তাকে আখিরাতের প্রাথমিক ধাপ গুলো থেকেই শাস্তির সম্মুক্ষিণ করবে যা বহু সহীহ হাদিস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় (তবে সঠিক নিয়মে তাওবা করে তাওবার হক মত চললে ভিন্ন কথা) ।

নির্বাচিত হাদিস -৩০

ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায় । একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে । অবশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয় । পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় । একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ তাআলার নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয় । বুখারী ৬০৯৪, মুসলিম ২৬০৬-০৭, তিরমিযী ১৯৭১, আবু দাউদ ৪৯৮৯, ইবনু মাজাহ ৪৬, আহমাদ ৩৬৩১, মুয়াত্তা ১৮৫৯

আবু ক্বাতাদাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এই মিম্বারের উপর বলতে শুনেছি, তোমরা আমার থেকে অধিক হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সাবধান হও । কেউ আমার সম্পর্কে বলতে চাইলে সে যেন হক কথা বা সত্য কথাই বলে । যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করলো । ইবনু মাজাহ ৩৫, আহমাদ ২২০৩২, দারিমী ২৩৭, সহীহাহ ১৭৫৩ সহীহ

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে (সত্যতা যাচাই না করে) তা-ই বর্ণনা করে । মুসলিম ০৫, আবু দাউদ ৪৯৯২, মুসতাদরাক হাকিম, মিশকাত, সহীহাহ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হলো, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী

সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, সে হলো পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ যার কোন গুনাহ নাই, দুশমনী, অহংকার ধোকা-প্রবঞ্চনা ও হিংসা নেই। ইবনে মাজাহ ৪২১৬, সহীহাহ ১৪৬, ৯৪৮ হাসান

হাসান ইবনে আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা, সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ। তিরমিযী ২৫১৮, নাসায়ী ৫৭১১, আহমাদ ২৭৮১৯, দারেমী ২৫৩২, ইরওয়াহ ১২২০, ২০৭৪ হাসান

নাওয়াস ইবনে সামআন ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুণ্যবত্তা হল সচ্চরিত্রতার নাম এবং পাপ হল তাই, যা তোমার অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং তা লোকে জেনে ফেলুক তা তুমি অপছন্দ কর। মুসলিম ২৫৫৩, তিরমিযী ২৩৮৯, আহমাদ ১৭১৭৯, দারিমী ২৭৮৯

*** সত্য কথা বলা ইসলামে অন্যতম গুণ গুলোর মধ্যে একটি মহান গুণ। সত্যবাদীতা ও বিশ্যস্ততার কারণেই নবী ﷺ আল-আমিন উপাধী লাভ করেছিলেন। উপরোক্ত হাদিস গুলোতে স্পষ্ট ভাবে সত্যবাদীর পরিচয় (যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে প্রমাণ ভিত্তিক ভাবে কিছু বলা, সন্দেহ ও গুনাহ যুক্ত বিষয় পরিহার করা), সত্য কথা বলার আবশ্যকতা, সত্যবাদীতার মহাসুফল, মিথ্যার ভয়াবহ শেষ পরিণাম। তাই অবশেষে বলা যায়, সত্যের মধ্যেই মহাকল্যাণ নিহিত এবং মিথ্যা ও সন্দেহ যুক্ত বিষয়ের মাঝে আছে কাবীরাহ গুনাহ ও গুনাহের ক্ষেত্র, অপমান ও মর্মান্তিক শাস্তি।

নির্বাচিত হাদিস -৩১

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সাত প্রকার ধ্বংসাত্মক কাজ (কাবীরাহ গুনাহ) থেকে দূরে থাক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলো কি কি? তিনি বললেন, ১. আল্লাহ -র সাথে শিরক করা; ২. যাদু করা; ৩. অন্যায়ভাবে এমন জীবন হত্যা করা, যাকে আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন; ৪. সুদ খাওয়া; ৫. এতীমের সম্পদ (অন্যায় ভাবে) ভক্ষণ করা; ৬. জিহাদকালীন সময়ে জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং ৭. সতী-সাধ্বী উদাসীনা মুমিন নারীর চরিত্রে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। বুখারী ২৭৬৬-৬৭, মুসলিম ৮৯, নাসায়ী ৩৬৭১, আবু দাউদ ২৮৭৪, আহমাদ, মিশকাত, সহীহাহ

নুফাই ইবনে হারিস ﵁ থেকে বর্ণিত, (একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গোনাহ গুলো

সম্পর্কে অবগত করবো না? সবাই বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আল্লাহ -র সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া । তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, শুনে রাখ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া । এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন । এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন! বুখারী ২৬৫৪, মুসলিম ৮৭, তিরমিযী ১৯০১, আহমাদ ১৯৮৭২, মিশকাত ৪৯১৬

আবু হুরাইরাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, একদা আল্লাহ -র রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান, গীবাত কাকে বলে? লোকেরা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল -ই অধিক জানেন । তিনি বললেন, তোমার ভাই যা অপছন্দ করে, তা-ই তার পশ্চাতে আলোচনা করা (-র নাম গীবাত) । জিজ্ঞেস করা হল, আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে আপনার মতামত কি (সেটাও কি গীবত হবে)? তিনি বললেন, তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তার গীবত করলে । আর তুমি যা (সমালোচনা করে) বললে, তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অপবাদ দিলে । মুসলিম ২৫৮৯, তিরমিযী ১৯৩৪, আবু দাউদ ৪৮৭৪, আহমাদ ৭১০৬, দারিমী ২৭১৪

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন কখনও খোঁটাদানকারী, দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিশাপকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না, নির্লজ্জ এবং অশ্লীল-কটুভাষীও হয় না । তিরমিযী ১৯৭৭, আহমাদ ৩৮২৯, সহীহাহ ৩২০ হাসান

*** উপরোক্ত হাদিস গুলোতে যেসব খারাপ কাজ ও অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে এদের প্রায় সব গুলোই কাবীরাহ গুনাহ । উল্লেখিত কিছু কাবীরাহ গুনাহ দ্বারা আল্লাহ -র হক নষ্ট হয় আবার কিছু কাবীরাহ গুনাহ দ্বারা বান্দার হক নষ্ট হয় যা সুস্পষ্ট ভাবে হাদিসে এসেছে । অবশ্যই মনে রাখবেন, কাবীরাহ গুনাহ থেকে তাওবা না করলে কোন ফারজ/নফল আমাল দ্বারা তা ক্ষমা করানো যাবে না বরং অবশ্যই সঠিক নিয়মে তাওবা করতে হবে তাওবার হক মত চলতে হবে । যারা তাওবা করা ইচ্ছা করে বা উদাসীনতায় দেরী করে ও মৃত্যু উপস্থিত হলে তাওবা করে তাদের তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন না (যা কয়টি আয়াত ও সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত)।

সূচি